জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in | /DigitalJagoBangla | /jagobangladigital | /jago_bangla | www.jagobangla.in

সহানুভূতি বৃত্তি

বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধিতে উদ্যোগী রাজ্য। গণশিক্ষা সম্প্রসারণ ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দফতর ২০২৫-'২৬ শিক্ষার সহানুভূতি বৃত্তির আবেদন আহ্বান করেছে

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ

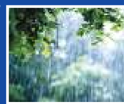

বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ। সপ্তাহ-শেষে ভারী বৃষ্টি। নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকছে। ফলে বৃষ্টি হবে শনি ও রবিবার। ভাইফোঁটায় রোদ-ঝলমলে থাকবে আকাশ

উত্তরপ্রদেশে দলিত প্রৌঢ়কে চাটানো হল মাটি, ধৃত এক

প্রশ্ন মধ্যপ্রদেশের উৎসব নিয়ে রকেটের লড়াইয়ে আহত ৩৫

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৪৭ ● ২৩ অক্টোবর, ২০২৫ ● ৫ কার্তিক ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 147 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 23 OCTOBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

ডিজিটাল বিপণনে বিপ্লব বিশ্ববাংলার

প্রতিবেদন : তরুণ প্রজন্মের ক্রেতাদের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলতে ডিজিটাল বিপণনে বিপ্লব আনছে রাজ্য সরকারের নিজস্ব ব্র্যান্ড বিশ্ব বাংলা মার্কেটিং কর্পোরেশন। ব্র্যান্ডের প্রচারের উদ্দেশ্যে ৩০ সেকেন্ডের সংক্ষিপ্ত ভিডিও ক্লিপ তৈরি করে বিশেষ প্রচার অভিযান শুরু হবে। প্রকল্পের আওতায় ৩০ সেকেন্ডের আকর্ষণীয় ভিডিও রিলে তুলে ধরা হবে প্রায় ২৫ হাজার কারিগর ও তাঁদের পণ্যকে। এই ভিডিওগুলিতে ডোকরা শিল্প, চামড়ার পণ্য, মধু, চা, তাঁতের শাড়ি, কাঠের কাজ ও অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী সামগ্রীকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হবে। প্রচার চালানো হবে ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, ইউটিউব ও হোয়াটসঅ্যাপের মতো জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মেও।

এই নতুন উদ্যোগের মূল লক্ষ্য, বাংলার শিল্প ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে আধুনিক বিপণন কৌশলের সঙ্গে মিলিয়ে নতুন রূপে উপস্থাপন করা। সরকারি আধিকারিকদের কথায়, বিবিএমসির এই পদক্ষেপে একদিকে যেমন বাংলার কারিগরদের তৈরি নানা ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প প্রচার পাবে, অন্যদিকে ডিজিটাল দুনিয়ায় ব্র্যান্ডের উপস্থিতিও আরও শক্তিশালী হবে। বিবিএমসি-র তরফে জানানো হয়েছে, এই উদ্যোগের জন্য পেশাদার ফটোগ্রাফার, ভিডিও প্রযোজক, সিনেম্যাটিক সম্পাদক ও পণ্য-ক্যাটালগ বিশেষজ্ঞদের যুক্ত করা হবে, যাতে প্রতিটি ভিডিও নান্দনিক ও বাণিজ্যিকভাবে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

বর্তমান প্রজন্মের বেশিরভাগ ক্রেতাই অনলাইন কেনাকাটার আগে মোবাইলে পণ্য ব্রাউজ করেন। (এরপর ৯ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

মরে

কেন ঝড় উঠছে না?
কেন বর্ষণ আসছে না?
কেন প্রকৃতি জাগছে না?
কেন ঢেউ নাচছে না?

বিপ্লব কোথায় দেখছি না!
অসহায় মানুষ কাঁদছে না!
রাস্তা খালি ডাকছে না!
হারানো দিন আসছে না।

পুঁজি আছে 'বাদ' নেই
বাদি কাঁদে আবাদী নেই
আদি কঙ্কাল অনন্ত নেই
শোষক আছে শাসক নেই।

বিদ্রোহ কোথায়? ঘুমের ঘোরে
বিবেক কোথায়? ধনকুবের ঘরে
মানুষ কোথায়? ভাবের ঘরে
আমরা কোথায়? বেঁচে মরে।

সংস্থার বাজেট ৪৪ কোটি, গাড়ি কিনতেই খরচ করা হচ্ছে ৫ কোটি!

দুর্নীতি রুখবেন লোকপালের এই গুণধর কর্তারা?

প্রতিবেদন : দুর্নীতিদমনে তৈরি হওয়া দেশের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান লোকপাল এখন নিজেই দুর্নীতি আর বিলাসিতার আখড়া! যে প্রতিষ্ঠান দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য গঠিত হয়েছিল, আজ তারাই ব্যক্তিগত বিলাসিতার জন্য সরকারি টাকায় 'বিএমডব্লিউ' চড়ে ঘোরার ইচ্ছা প্রকাশ করছে! যে লোকপাল একসময় ভারতের দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের প্রতীক ছিল, আজ সে-ই দুর্নীতির ভাবমূর্তিতে পরিণত হয়েছে। কয়েক দিন আগেই লোকপাল আধিকারিকদের ব্যবহারের জন্য বিলাসবহুল বিএমডব্লিউ গাড়ি কেনার টেন্ডার ডাকা হয়েছে। ৭ আধিকারিকের জন্য যে সাতটি গাড়ি কেনার জন্যে টেন্ডার ডাকা হয়েছে, সেই বিএমডব্লিউ ৩৩০ লি (লং হুইল বেস) গাড়ির একেকটির দাম প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ সরকারি কোষাগার থেকে খরচের অঙ্ক ৫ কোটি টাকারও বেশি। এই ঘটনা সামনে আসতেই দেশ জুড়ে সমালোচনার ঝড় শুরু হয়েছে। মোদি জমানায় লোকপাল আধিকারিকদের এই 'বিলাসিতা'র তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের বক্তব্য, মোদিজির আমলে এই প্রতিষ্ঠানটিকে (এরপর ১০ পাতায়)

বাগবাজার মায়ের ঘাটে কালীপ্রতিমা নিরঞ্জন। বুধবার ছবিটি তুলেছেন শুভেন্দু চৌধুরী।

কপ্টার দুর্ঘটনা এড়ালেন মুর্মু, ট্যুইট মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : রাষ্ট্রপতির হেলিকপ্টারের চাকা বসে গেল হেলিপ্যাডে। আটকে গেল কপ্টার। তবে বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। গোটা ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেরলের প্রমদমে অস্থায়ী হেলিপ্যাডে মঙ্গলবার অবতরণ করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শবরীমালা মন্দির দর্শনের জন্য চারদিনের কেরল সফর গিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। সফরের দ্বিতীয় দিন বুধবার সকালেই ঘটে বিপত্তি। প্রমদম প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, হেলিপ্যাড বসে যায়। অল্প সময়ের মধ্যে হেলিপ্যাড তৈরি (এরপর ১০ পাতায়)

বিপর্যয়েও বঞ্চিত বাংলা

খয়রাতি মহারাষ্ট্র-কর্নাটক-গুজরাত-অসম-বিহারকে

প্রতিবেদন : বিজেপির সবটাই ভোটের রাজনীতি। ভোট এলেই হাজারও প্রতিশ্রুতি। আর ভোটে হারলেই বিমাতৃসুলভ আচরণ! বছরের পর বছর বঞ্চনার শিকার বাংলা। মোদিবাবু এখন ব্যস্ত বিহারের নির্বাচন নিয়ে, পাহাড়-ডুয়ার্স-তরাইয়ের কথা তাঁর মনে পড়ে না! এই তো মহারাষ্ট্রে বন্যার জন্য দরাজহস্তে আর্থিক প্যাকেজ বরাদ্দ করা হল, কিন্তু বাংলাকে ফের বঞ্চনা। তৃণমূলের প্রশ্ন, বাংলার মানুষ বারবার গণতান্ত্রিকভাবে বিজেপিকে রুখে দিয়েছে বলেই কি এই হিংসার রাজনীতি? বাংলার বিজেপির নেতাদের কি এর পরেও চোখ খুলবে না? তৃণমূলের সাফ কথা, যতই বঞ্চনা করো, আমরা উঠে দাঁড়াব নিজের দমেই। বাংলার মানুষ মাথা নত করবে না, ঠিক হক আদায় করে ছাড়বে আর বিজেপিকে বাংলা-ছাড়া করে ছাড়বে।

সম্প্রতি মহারাষ্ট্র ও কর্নাটককে দুর্যোগের জন্য আর্থিক প্যাকেজ দেওয়া হল প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা। তার মধ্যে শুধু (এরপর ১০ পাতায়)

তৃণমূলের প্রশ্নবাণ

- আর্থিক প্যাকেজ কেন শুধু বিজেপি রাজ্যগুলিকে?
- প্রধানমন্ত্রীর কেন মনে থাকে না পাহাড়, ডুয়ার্স, তরাইয়ের কথা?
- মহারাষ্ট্র, কর্নাটককে ২ হাজার কোটির ত্রাণ
- অসম, গুজরাত, বিহারেও দুর্যোগে আসে বন্যাত্রাণ
- বিজেপিকে রুখে দিয়েছে বাংলা, সেই কারণেই কি বারবার বঞ্চনা?
- বঙ্গ বিজেপি নেতাদের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন কবে হবে?

নানারকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
23 October, 2025 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৪০
পেলের জন্মদিন। ফুটবলসম্রাট। আসল নাম এডসন অ্যারান্টো ডো নাসিমেন্টো। ব্রাজিলের জাতীয় দলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা ও তিনবার বিশ্বকাপজয়ী একমাত্র ফুটবলার। ১৯৫৮ বিশ্বকাপের ছবি যদি কোনও দিন ভিডিও কিংবা ইউটিউবে কোনও দিন দেখেন, দেখবেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পেলে। ১৭ বছর, কী বা বয়েস। অথচ তাঁকে নিয়ে উন্মাদনা, মাতামাতি। সাও পাওলোর একটা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কী করে একটা ছেলে মাত্র ১৭ বছর বয়সেই খেলে ফেলল বিশ্বকাপ, এমন

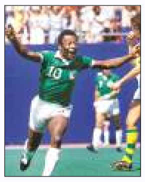

একজন কিশোর যার ছোটবেলা কেটেছে বুট পালিশ করে, সে দেশকে প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ দিল, সেটা আজও বিস্ময়। এর পর ১৯৬৬ ও ১৯৭০-এও বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিল দলের সদস্য ছিলেন পেলে। ১৯৭০-এর ফাইনালে ইতালিকে ৪-১ গোলে গুঁড়িয়ে দেন 'ক্যাপ্টেন' কার্লোস আলবার্তো। দল তিনবার শিরোপা জেতায় জুলে রিমে ট্রফিটা একেবারেই দিয়ে দেওয়া হয় ব্রাজিলকে। সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন পেলে। কলকাতায় এসেছেন দু'বার। ১৯৭৭-এ মোহনবাগানের বিরুদ্ধে কসমস দলের হয়ে খেলেছিলেন। পরে আবার আসেন ২০১৫-তে।

২০১২ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

(১৯৩৪-২০১২) এদিন নীললোহিত হয়ে চিরকালের মতো চলে গেলেন দিকশূন্যপুরে। চার দশক ধরে তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। কবিতাই ছিল তাঁর প্রথম প্রেম। তবু টাকার জন্য তাঁকে গদ্য লিখতে হচ্ছে বলে বহুবার আক্ষেপ করেছেন সুনীল। উনিশ থেকে আটাত্তর। এর মধ্যে সুনীলের শুধু বইয়ের সংখ্যাই আড়াইশোর বেশি। সম্পাদিত গ্রন্থ পঞ্চাশের অধিক। কবিতা, ছড়া, গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণসাহিত্য, নাটক, চিত্রনাট্য, শিশুসাহিত্য এতগুলি শাখায় সাবলীল বিচরণের রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকারটি সুনীলের জন্যই তোলা ছিল। বাংলা সাহিত্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মানে শুধু প্রতিভা এবং দক্ষতার মেলবন্ধন নয়। তার সঙ্গে জুড়তে হবে প্রবল পরিশ্রমের দক্ষতা। কারণ, পরিশ্রমের ক্ষমতা না থাকলে একই সঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নীললোহিত এবং সনাতন পাঠক হওয়া যায় না।

১৯২৯ শামসুর রাহমান

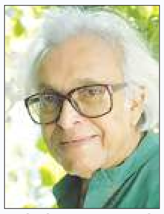

(১৯২৯-২০০৬) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। জীবদ্দশাতেই তিনি বাংলাদেশের প্রধান কবি হিসেবে মর্যাদালাভ করেছিলেন। পরবর্তীতে উভয় বাংলাতেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং জনপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি নাগরিক কবি, তবে নিসর্গ তাঁর কবিতায় খুব কম ছিল না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর লিখিত তাঁর দুটি কবিতা খুবই জনপ্রিয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি মজলুম আদিব (বিপন্ন লেখক) ছদ্মনামে কলকাতার 'দেশ' ও অন্যান্য পত্রিকায় কবিতা লিখতেন।

২০০৩ সুং মেইলিং

(১৮৯৮-২০০৩) এদিন মারা যান। ম্যাডাম চিয়াং কাই শেক নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন চিয়াং কাই শেকের দ্বিতীয় পত্নী। নিজের জোরে চিনের রাজনীতিতে জায়গা করে নিয়েছিলেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ১০৬ বছর।

১৮৬৬ সুখলতা রাও

(১৮৬৬-১৯৬৯) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। বাবা খ্যাতনামা শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। ভাই সুকুমার রায়। সমাজসেবার জন্য কাইজার-ই-হিন্দ পদক পান। 'নিজে পড়' গ্রন্থের জন্য ১৯৫৬-তে ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছিলেন। বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও কবিতা ও ছড়া লিখতেন।

২০০১

আইপড এদিন এল বাজারে। নিয়ে এল অ্যাপেল। এই পোর্টেবল মিডিয়া প্লেয়ার ২০০০-এর দশকে অন্যতম শক্তিশালী সফল ও বৈপ্লবিক বস্তু হিসেবে সাড়া ফেলে দেয়।

২০২৩ বিষাণ সিংহ বেদী (১৯৪৬ - ২০২৩) প্রয়াত হন। ভারতের ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ভারতের হয়ে ৬৭টি টেস্ট ও ১০টি এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন। টেস্টে নিয়েছেন ২৬৬টি উইকেট। মনসুর আলি খান পাটৌডির পর ১৯৭৬ সালে ভারতের অধিনায়ক হয়েছিলেন বেদী।

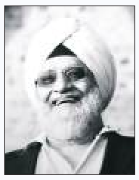

তাঁর অবসরের পরে ভারতের অধিনায়ক হন সুনীল গাভাস্কর। ভারতের স্পিন আক্রমণের উত্থানে বড় ভূমিকা ছিল বেদীর। এরাপল্লি প্রসন্ন ও বি চন্দ্রশেখরের সঙ্গে মিলে এক শক্তিশালী স্পিন বিভাগ তৈরি করেছিলেন তিনি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৩৭০টি ম্যাচে ১৫৬০টি উইকেট নিয়েছেন বেদী।

কর্মসূচি

■ উত্তরপাড়া কোতরং ভাই ভাই সংঘের পুজোয় তৃণমূল মুখপাত্র সুদীপ রাহা, জেলা যুব সহ-সভাপতি অর্ণব রায়-সহ তৃণমূল নেতৃত্ব।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৩৪

■	১	২		৩		৪	■
৫	■		■		■	৬	৭
৮			■		■	■	
	■	■	■	৯			
১০			১১	■	■	■	
	■	■		■	১২		
১৩	১৪	■		■		■	
■	১৫						■

পাশাপাশি : ১. ঢোলা ও লম্বা ঝুলের জামাবিশেষ ৬. বিন্দু ৮. লাঠি চালানো যার পেশা, লাঠিয়াল ৯. অনুতাপ, অনুশোচনা ১০. নূপুরের শব্দ ১২. বাধা, প্রতিবন্ধক ১৩. দেরি ১৫. অতি সহজে, অবাধে।

উপর-নিচ : ২. মেষ, ভেড়া ৩. পশুর চেয়েও অধম বা নীচ ৪. চোঙ ৫. দরিদ্র শ্রমিক ৭. দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ১১. মোট, থোক ১২. কিরণ ১৪. কপালের দুই পাশ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৩৩ : পাশাপাশি : ২. পকেটখালি ৫. মহাশয় ৬. জান্তব ৭. সমাদর ৯. মেয়েমুখো ১২. নাটক ১৩. আসবাব ১৪. কার্যকলাপ। **উপর-নিচ :** ১. তামরস ২.পয়জার ৩. টগবগিয়ে ৪. লিপ্তক ৮. দণ্ডনায়ক ৯. মেকআপ ১০. খোদাবন্দ ১১.ফুচকা।

২২ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৫৪০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৬০০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৯৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৫৭৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৫৮০৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া আজ ২৩ অক্টোবর ২০০৫ কলকাতা বুলিয়ান মার্কেট বন্ধ থাকবে।

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.১৯	৮৭.২৮
ইউরো	১০৩.৮৭	১০১.০৫
পাউন্ড	১১৯.৩৯	১১৬.২৭

নজরকাড়া ইনস্টা

■ সারা আলি খান

■ বরখা সেনগুপ্ত

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

দত্তপুকুরে মূক ও বধির কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ। অভিযোগ পেয়ে তৎপরতার সঙ্গে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শুরু তদন্ত

এই তো বিজেপি-রাজ্যের সুশাসন!

মহিলাদের প্রকল্পের টাকা তুলছে ১২,৪৩১ জন পুরুষ

মহারাষ্ট্র

প্রতিবেদন : বিজেপি-শাসিত মহারাষ্ট্রে মহিলাদের জন্য চালু হওয়া লড়কি বহিন প্রকল্পের টাকা তুলছেন ১২,৪৩১ জন পুরুষ! ভাবা যায়! এভাবেই মহিলাদের উন্নতির নামে দুর্নীতির আঁতুড়ঘর তৈরি হচ্ছে একের পর এক ডবল ইঞ্জিন রাজ্যে। অথচ বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার মহিলাদের জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করছে।

মহারাষ্ট্রের এই উদাহরণ তুলে তাঁদের তীব্র কটাক্ষ করে তৃণমূল বলেছে, এটাই হল বিজেপির তথাকথিত 'সুশাসন'-এর নমুনা। যেখানে মহিলাদের অধিকারও পিছনের দরজা দিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে পুরুষদের নামে ভুয়ো সুবিধাভোগীরা। দুর্নীতি, অব্যবস্থা আর ভণ্ডামিতেই ডুবে আছে বিজেপির সরকার। তথ্য বলছে, এভাবেই ১৬৪ কোটি টাকারও বেশি সরকারি অর্থ গিয়েছে ভুয়ো ব্যক্তিদের পকেটে। এই ঘটনায় প্রমাণিত হল, বিজেপি-শাসিত রাজ্যে নারীরা যেমন নিরাপদ নয়, তেমনি নারীদের জন্য তৈরি প্রকল্পও নিরাপদ নয়। কারণ বিজেপির শাসন মানেই প্রতারণার নতুন রেকর্ড। মহারাষ্ট্রের নারী ও শিশু কল্যাণ দফতর জানিয়েছে, গতএক বছরে ওই পুরুষ সদস্যদের ভাতা জোগাতে সরকারি কোষাগার থেকে প্রায় ২৪ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অনিয়ম নজরে আসতে অবশ্য ওই সব নাম বাতিল করা হয়েছে। বাংলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-এর মতোই মহারাষ্ট্রে চালু আছে মুখ্যমন্ত্রী 'লাডকী বহনী' যোজনা। ওই প্রকল্পে মহিলাদের মাসে দেড় হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়। সেই প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়ম ধরা পড়েছে। মহিলা কল্যাণ প্রকল্পে বরাদ্দ বিপুল অর্থ বেহাত হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, এক বছর আগে চালু হওয়া ওই প্রকল্পে সুবিধা প্রাপকদের মধ্যে ১২ হাজার ৪৩১ জনই পুরুষ। শুধু পুরুষ সদস্যই নয়, ওই প্রকল্পে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ৭৭ হাজার ৯৮০ জন মহিলাও আর্থিক সুবিধা পেয়েছেন গত এক বছর ধরে। তাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে ১৪৪ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে এক বছরেই ১৬৪ কোটি টাকার বেশি বেআইনিভাবে সরকারি তহবিল থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে।

■ গিরিশ পার্কের ফাইভ স্টার স্পোর্টিং ক্লাবের কালীপুজোয় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। এই পুজোর মূল উদ্যোক্তা প্রাক্তন বিধায়ক সঞ্জয় বক্সি ও স্মিতা বক্সি।

■ মেয়র পারিষদ জীবন সাহার বাড়িতে অন্নকূট উৎসবে সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ প্রমুখ।

স্কুটি উল্টে মৃত কিশোরী

সংবাদদাতা, বারাসত : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল স্কুটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু মাধ্যমিক পরীক্ষার্থিণীর। মৃতার নাম অন্তরা বোস (১৬)। বাড়ি মধ্যমগ্রাম পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডে। ঘটনাটি ঘটেছে যশোর রোডের রাবার ফ্যাক্টরি ও মেঘদূত বাস স্টপেজের মাঝে। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই রাস্তায় প্রায়ই জেসিবি বা বড় কোনও গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। এদিন অন্তরা স্কুটির পিছনে বসেছিল। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ভ্যাটের গাড়ি এবং কালীপুজোর জন্য তৈরি আলোকসজ্জার গেটে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটিটি উল্টে যায়। সেই সময় পেছন দিক থেকে আসা একটি বেসরকারি বাস অন্তরাকে পিষে দেয়। আহত হয় স্কুটি চালকও। তড়িঘড়ি দু'জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা অন্তরাকে মৃত ঘোষণা করেন। চালক চিকিৎসাধীন। গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ। এখনও ঘাতক বাসটিকে চিহ্নিত করা যায়নি।

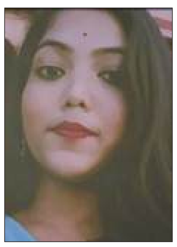

■ অন্তরা বোস

বিজেপি নেতার আত্মীয়ের বাড়িতে আগুন, পাশে তৃণমূল

প্রতিবেদন : বাজি থেকে আগুন ধরে গিয়েছিল বিজেপি নেতার কাকার বাড়িতে। সেই আগুন নেভাতে ছুটে গেলেন তৃণমূলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। কালীপুজোর পরদিন এমন রাজনৈতিক সহাবস্থানের ছবিই ধরা পড়ল। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির খানাকুলে। আক্রান্ত ওই পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব মঙ্গলবার রাতে খানাকুলের রাজহাটি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুশালীর বেনাপুকুর এলাকাতেও বাজি পোড়ানো হচ্ছিল। বিজেপির খানাকুল ২ পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ মিঠুন সাঁতরার কাকা জয়দেব সাঁতরার বাড়িতে গিয়ে পড়ে বাজির আগুন। খড়ের চালের বাড়ি হওয়ায় নিমেষে আগুন ধরে যায়। সেই আগুন আশপাশের পাঁচটি বাড়িতেও ছড়িয়ে যায়। খবর পেয়ে ছুটে যান তৃণমূলের খানাকুল ২ সমিতির তৃণমূল সদস্য নুর নবি মণ্ডল ও দলের অন্যান্য কর্মী-সমর্থকরা। স্থানীয়দের সঙ্গে তাঁরাও আগুন নেভাতে হাত লাগান। খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও দমকলে। প্রায় ২ ঘণ্টার চেষ্টায় ওই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

মহেশতলায় বচসা থেকে খুন অভিযোগ পেয়ে ধৃত দুই ভাই

■ বরুণ মণ্ডল

সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার : রাতের মহেশতলায় দুই মদ্যপের বচসা থেকে মারামারি। বুকে-পেটে ঘুষি খেয়ে এক যুবকের মৃত্যু। পিটিয়ে খুনের অভিযোগে মৃতের সঙ্গী ও তাঁর ভাইকে গ্রেফতার করল পুলিশ। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে মহেশতলার গোপালপুর মারালিপাড়ার বাসিন্দা বরুণ মণ্ডল মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরছিলেন। পথে আর এক মদ্যপ যুবক চিরঞ্জিত মিত্রের সঙ্গে বচসা বাধে। শুরু হয় মারধর। চিরঞ্জিত তার ভাই শুভঙ্করকেও ডেকে নেন। দুজনের বেধড়ক মারে বরুণ লুটিয়ে পড়েন রাস্তায়। খবর পেয়ে জিঞ্জিরা বাজার থানার পুলিশ গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করা হয়। বরুণের স্ত্রী পিটিয়ে খুনের অভিযোগ দায়ের করলে অভিযুক্ত দুই ভাইকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ঘটনায় স্থানীয়দের বিক্ষোভে উত্তেজনা তৈরি হলে বিশাল বাহিনী-সহ র‍্যাফ নামিয়ে তা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এদিন ডায়মন্ড হারবারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জোনাল মিথুন কুমার দে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, প্রতিনিয়তই এরা মদে আসক্ত থাকত। এমনকি বরুন মণ্ডল গতরাতেও সাইকেলে করে আসতে আসতে বারবার মদের নেশায় পড়ে যাচ্ছিল।

বিজেপি-রাজ্যে চরম মূল্য দিচ্ছে নবজাতকেরা

প্রতিবেদন : বিজেপির ডাবল ইঞ্জিনের অপদার্থতা ও গাফিলতিতে চরম মূল্য গুনতে হচ্ছে শিশু আর নবজাতকদের। উন্নয়নের এমনই হাল যে, অপুষ্টিতে প্রাণ হরাতে হচ্ছে শিশু ও নবজাতকদের। একটার পর একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই ডাবল ইঞ্জিন সরকারের। তৃণমূল কংগ্রেস সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বিজেপি-রাজ্যের বেহাল অবস্থার চিত্র তুলে ধরে জানিয়েছে, এটাই হল বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকারের উন্নয়ন মডেল, যেখানে এক মা চোখের সামনে তাঁর নিজের সন্তানকে শেষ হয়ে যেতে দেখেন। আর সরকার নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ও বিজেপি সরকারের অদক্ষতা, নিষ্ঠুরতা আর অমানবিক আচরণই এই শিশুমৃত্যুর কারণ।

এরপর বিজেপির মধ্যপ্রদেশের শিশুমৃত্যুর খতিয়ান পেশ করেছে তৃণমূল। সরকারি তথ্য তুলে ধরে তৃণমূল জানিয়েছে, অপুষ্টিতে ১) সাতনার মাত্র ৪ মাসের শিশু হুসাইন রাজা প্রাণ হারিয়েছে অপুষ্টিতে। ২) আগস্টে শিবপুরীতে ১৫ মাসের এক কন্যাশিশুর মৃত্যু হয়েছে। ৩) প্রাণ হারাতে হয়েছে শেওপুরের দেড় বছরের রাধিকাকে। ৪) জুলাইয়ে ভিন্ডেতে আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়, সেক্ষেত্রেও পরিবারের অভিযোগ ছিল মারাত্মক অপুষ্টির। আসলে এই মৃত্যুমিছিল হিমশৈলের চূড়া মাত্র। সরকারি তথ্যই বলছে, মধ্যপ্রদেশে শিশুমৃত্যুর ছবি আরও ভয়াবহ।

পরিসংখ্যান বলছে— ১) ২০২০ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ৮৫,৩৩০ জন শিশু ভর্তি হয়েছে নিউট্রিশন রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে। ২) বিগত বছরে ভর্তি বেড়েছে ১১,৫৬৬ (২০২০-২১) থেকে ২০,৭৪১ (২০২৪-২৫)-এ। ৩) অপুষ্টিতে ভুগছে ১০ লক্ষেরও বেশি শিশু। ৪) ১.৩৬ লক্ষ শিশু মারাত্মক ক্ষয়জনিত অপুষ্টির শিকার হয়েছে। ৪) এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত, পাঁচ বছরের নিচে শিশুর অপুষ্টির হার ৭.৭৯ শতাংশ, যা জাতীয় গড় ৫.৪০ শতাংশের চেয়ে অনেক বেশি। ৫) মে মাসে ৫৫টি জেলার মধ্যে ৪৫টি রয়েছে রেড জোনে, যেখানে ২০ শতাংশেরও বেশি শিশুর ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে কম।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইস্যু

দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়াকে ধর্ষণের যে অভিযোগ উঠেছিল, তার তদন্ত যত এগোচ্ছে ততই নতুন রহস্য তৈরি হচ্ছে। প্রথমে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। পুলিশ জানায় গণধর্ষণ নয়। ধর্ষণ হয়ে থাকলে কালপ্রিট কে? ঘটনার পর সিসিটিভি ফুটেজ অনেক কথা বলছে। দুই পড়ুয়া ক্যাম্পাসে ফিরেছে। নিতান্তই স্বাভাবিক আচরণ। পুলিশ না জানালেও একটি সূত্রের খবর, তদন্তে যে সিমেন পাওয়া গিয়েছে তা নাকি সেই বন্ধুরই! এ-নিয়ে স্পষ্ট তথ্য নিশ্চিতভাবে দেবে পুলিশ। কিন্তু ঘটনার পর রং চড়িয়ে এক শ্রেণির মিডিয়াকে সঙ্গে নিয়ে বিরোধী দলগুলি যে ক্যামেরা-শো করতে গিয়েছিল তা সম্পূর্ণভাবে ফ্লপ। চেয়ে দেখুন দুর্গাপুর নিয়ে এখন আর খুব একটা চেঁচামেচি নেই। চ্যানেলগুলো ক্রমশ অন্য ইস্যুতে ঢোকার চেষ্টা করছে। ওড়িশার বিজেপি সরকারের মন্ত্রী-সাংসদকে দিয়ে রাজনীতি করাতে গিয়ে বঙ্গ বিজেপির মিথ্যাচার ফাঁস। তদন্ত যত শেষ দিকে যাবে তত স্পষ্ট হবে ঘটনার পিছনে আসল ঘটনা। আসলে ভোট আসছে, তাই উপোসি ছারপোকার মতো ইস্যু তৈরি করতে মরিয়া বিরোধী আর এক শ্রেণির মিডিয়া।

সত্যিটা কী জেনে নেওয়া জরুরি

বিহারের পর বাংলাতেও শুরু হয়েছে এসআইআর-এর কাজ। একই সঙ্গে মাথাচাড়া দিয়েছে অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গও। বাংলার জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে বলে সরাসরি অভিযোগ বঙ্গ বিজেপির। অনুপ্রবেশ যে ভোটের ইস্যু হতে চলেছে সে আঁচ মিলছে পঁচিশের শেষ বেলাতেও। এই প্রেক্ষিতেই ভোটের বাংলায় অন্য মাত্রা পাচ্ছে এসআইআর। একটা ন্যারেটিভ তৈরি করার চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের হিসাব বলছে, ২০২৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছিলেন ১৫৪৭ জন। ২০২৪-এ সংখ্যাটা ছিল ১৬৯৪ জন। ২০২৫-এ ওই সংখ্যাটা হয়েছে এখনও পর্যন্ত ৭২৩ জন। জনসংখ্যা মোটেই মাত্রা ছাড়া হারে বাড়েনি। সীমান্তবর্তী এলাকায় যেটুকু ভোটার সংখ্যা বেড়েছে তার কারণ, সেই অঞ্চলগুলোতে প্রাপ্ত বয়স্কের সংখ্যা বেড়েছে, জন্মের হার কমেছে। একথা বলছেন গবেষকরা। এই অবস্থাটাই ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করে রাজনৈতিক প্রচার চালানো হচ্ছে হিন্দুত্ববাদীদের তরফ থেকে। নোংরা রাজনীতির খেলা এসব। সেগুলো আটকানোর দায়িত্ব আমাদেরই।—**ইমরান রহমান, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা**

বিজেপি একটা চরম মিথ্যের নাম

বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল বিজেপি। দেশের সবচেয়ে ধনী পার্টিও। শুধু নির্বাচনী বন্ডে বিজেপির তহবিলে জমা পড়া টাকার পরিমাণ ৬ হাজার ৬০ কোটি। এহেন বিজেপি উত্তরবঙ্গে বন্যায় ও ধসে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ দেওয়ার জন্য রাস্তায় নেমে কৌটো নাচাচ্ছে। মিথ্যে নাটক, ধরে ফেলছে লোকে। ফটোশ্যুটের প্রতিযোগিতায় দলের অন্য গোষ্ঠীকে টেক্কা দিতেই ত্রাণ সংগ্রহের নাটক। উদ্দেশ্য যাই হোক, বিজেপির নয়া গিমিক রাজনীতির চর্চায় জুগিয়েছে নয়া মশালা। দলীয় নীতি, গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে সেই দলের প্রতি সাধারণ মানুষের একটা ধারণা তৈরি হয়। একদা সিপিএম বোঝাতে চেয়েছিল তারা ক্ষমতায় এলে গরিব, খেটেখাওয়া মানুষের উপকার হবে। সেই লক্ষ্যেই তারা গ্রামে ঘুরে ঘুরে গরিব মানুষকে সংগঠিত করেছিল। বামেরা জোতদার ও পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে এবং গরিব মানুষের পক্ষে, এমন একটা 'পারসেপশন' মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। তারই জেরে বামেরা দশকের পর দশক বাংলা শাসন করেছে। কিন্তু টাটাদের গাড়ি কারখানার জন্য সিঙ্গুরের উর্বর কৃষিজমি কেড়ে নেওয়ায় সিপিএম সম্পর্কে প্রান্তিক মানুষের ধারণা বদলে যায়। খসে পড়ে গরিবের পার্টির তকমা। বিভাজনের রাজনীতি করে বাংলায় বড়জোর প্রধান বিরোধী দল হওয়া যায়, কিন্তু ক্ষমতা দখল অসম্ভব। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর সিপিএম আর সেভাবে কৌটো নিয়ে রাস্তায় নামে না। কারণ এখন আর কেউ হাসিমুখে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না, উল্টে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।সুতরাং —**তন্ময় রায়, বিরাটি, উত্তর ২৪ পরগনা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

অমিত শাহদের মিথ্যে প্রচার
আসুন, রুখতে তৈরি থাকি আমরা

অনুপ্রবেশকে ভোটের ইস্যু করে ভোট লুঠের ছক কষছে ওরা। আমাদের সেই চুরি আটকাতেই হবে। লিখছেন **সাগ্নিক গঙ্গোপাধ্যায়**

মহা মুশকিল হয়েছে অমিত শাহের। প্রথমত, লোকজন এখন অনেক বেশি সচেতন। টুপি পরালেই টুপি পরে না। ক্লাস এইটেও পড়ার সময় থেকে সে সংবিধানের প্রাথমিক পাঠ নেয়। সে ভোট জানে, স্থানীয় প্রশাসন, বিধানসভা, লোকসভা, সবই অল্পবিস্তর পড়ে ফেলে তখন থেকে। কিন্তু এখনও মানুষের মাথায় যা ঢোকে না, তা হল ভোটের ইস্যু।

'অনুপ্রবেশ' ওই তালিকায় এক নম্বরেরও উপরে থাকে এবং যতদিন ভোটব্যাংক রাজনীতি বেঁচে আছে, ততদিনই থাকবে বলেই মনে হয়। সত্যিই কত লোক অনুপ্রবেশকারী, তাদের ধর্ম কী, তারা কোথায় আছে, ভারতীয় পরিচয়পত্র বানিয়ে ফেলেছে কি না... এইসব প্রশ্নের গুরুত্ব রাজনৈতিক দল অনুযায়ী বদলে বদলে যায়। এই যেমন গত বেশ কয়েক বছর ধরে বিজেপি লাগাতার বাংলা এবং ঝাড়খণ্ডে অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে খুঁচিয়ে চলেছে। অনুপ্রবেশ ঘটে, সেটা সূর্য ওঠার মতোই সত্যি। এবং তা নিত্যকাল ঘটে চলেছে। পড়শি দেশে যখন সামাজিক ও রাজনৈতিক দোলাচল বাড়ে, অনুপ্রবেশের হিড়িক তখন মাত্রাছাড়া হয়। তা না হলে সারা বছর কিছু না কিছু আসা-যাওয়া লেগেই আছে। আর তা সীমান্তবর্তী প্রত্যেকটা প্রশাসন তো জানেই, বিএসএফ এবং কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকও জানে। অনুপ্রবেশ মাত্রাছাড়া হলে ডেমোগ্রাফি তো বটেই, এলাকার সংস্কৃতিও বদলে যায়। সে-ব্যাপারেও সন্দেহ নেই। অতীত তার প্রমাণ বহন করে। বহু এলাকার আদি বাসিন্দারা বিরক্ত হয়ে ঘরবাড়ি বিক্রি করে চলে গিয়েছেন। ভোটে প্রভাব পড়েছে। স্থানীয় অর্থনীতির বহর বদলে গিয়েছে। কিন্তু তাতে সীমান্ত রক্ষীর দায় কতটা? আর রাজ্য সরকারের দায়িত্বই বা কী? অনুপ্রবেশের জাল একটা এলাকায় বিস্তার ঘটাতে আট-দশ বছর সময় নিয়ে নেয়। ততদিনে অনেক রাজ্যে সরকার পালটে যায়। ততদিনে সেই মানুষজন ভারতীয়ই হয়ে গিয়েছে। এই থিয়োরি যদি বাংলায় সত্যি হয়, তাহলে রাজস্থান, ত্রিপুরা, পাঞ্জাব, কাশ্মীরেও সত্যি।

কতটা দীর্ঘ ভারতের সীমান্ত? ১৫ হাজার ৭০৬ কিলোমিটার। তার মধ্যে বাংলাদেশই সবচেয়ে বেশি— ৪ হাজার কিলোমিটার। পাকিস্তান, ভুটান, চিন, মায়ানমার, আফগানিস্তান, নেপালের সঙ্গেও ভারতের সীমান্ত ভাগাভাগি আছে। কিন্তু কোনওটা বাংলাদেশের থেকে বেশি নয়। তার থেকেও বড়ো কথা, সীমান্তবর্তী এলাকা কতটা দুর্গম, সেটা জরিপ করা। পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, চিনের সঙ্গে ভারতের অনেকটা সীমান্ত কিন্তু পর্বত ঘেরা। অর্থাৎ, দুর্গম। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেই সমস্যা নেই। বেশিটাই স্থলসীমান্ত, আর কিছুটা জল। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ, অসম বা ত্রিপুরার বহু জেলা দিয়েই এপার-ওপার করা সম্ভব। সেটাই হয়ে থাকে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজেও সেটা স্বীকার করেছেন। তাঁর কথায়, 'বাংলাদেশের সীমান্ত মোটেই সোজা রাস্তার মতো নয়। ওখানকার পরিস্থিতি ল্যুটিয়েন্স দিল্লিতে বসে বোঝা সম্ভবই নয়। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বহু এলাকায় নদী আছে, ঘন জঙ্গলও। সর্বত্র কাঁটাতার দেওয়া একেবারে অসম্ভব বলছি না। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা এত বড় সীমান্ত ধরে টহল দেওয়া সম্ভব নয়।' অর্থাৎ, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেনে নিচ্ছেন, নিরাপত্তায় ফাঁক রয়েছে। আর সেই ফাঁক গলে অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকে পড়ছে। এই প্রসঙ্গে তিনি কাশ্মীরের কথাও বলেছেন। যদিও উপত্যকার ক্ষেত্রে শাহবাবু খুব একটা উচ্চবাচ্য করেন না। করবেনও না। কারণ, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়ায় ওখানকার নিরাপত্তার সম্পূর্ণটাই তাঁর উপর বর্তায়। তা সে অন্দর হোক বা সীমান্ত। অসম-ত্রিপুরাও তাঁর কাছে স্বর্গরাজ্য। কারও ওই দু'টিই ডাবল ইঞ্জিন। সেক্ষেত্রে বাকি থাকে কী? পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড। এই দুই রাজ্যেই অবিজেপি দল শাসিত রাজ্য।

ভোটের সমীকরণ দানা বাঁধতে শুরু করলেই তাই বাংলা ও ঝাড়খণ্ড নিয়ে খোঁচাখুঁচি শুরু করে দেন অমিত শাহ। তাঁর সুরে খোল-করতাল পিটিয়ে 'গেল গেল' কীর্তন শুরু করে নিচুতলার চুনোপুঁটিরাও। এই যেমন বাংলায় সেটা এখন শুরুই হয়ে গিয়েছে। ভোটার তালিকার ইন্টেনসিভ রিভিশন এগিয়ে আসছে বলে তথাকথিত নেতারা ময়ূরের মতো হুমকির পেখম দুলিয়ে দুলিয়ে নেচে উঠছেন। সীমান্ত কি বিএসএফের দায়িত্ব নয়? অনুপ্রবেশ যদি ঘটেই থাকে, তাহলে সেই দায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নেবে না কেন? এইসব প্রশ্নের উত্তর অবশ্য চুনোপুঁটিরা দেবেন না। অমিত শাহ কিন্তু দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের সারাংশ হল, অত বড় এলাকায় অনুপ্রবেশ ঘটলে বিএসএফের চোখ এড়িয়ে যেতেই পারে। স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসন কী করছে? এটা দেখা ওদের দায়িত্ব।

কোনও অনুপ্রবেশকারীই যে এলাকা দিয়ে এদেশে ঢোকে, সেখানে থাকতে শুরু করে দেয় না। চেষ্টা করে সেখান থেকে দূরবর্তী কোথাও চলে যাওয়ার। কখনও ওই রাজ্যে, আবার কখনও দূরে কোথাও। হতে পারে তা নয়ডা, বেগুসরাই, বা বেঙ্গালুরু।

দুই নং কথা, অন্য দেশ থেকে বেআইনি পথে যারা আসে, তারা সেটা নিয়ে ঢাক পেটায় না। ধরে নেওয়া যাক, এক স্বামী-স্ত্রী অবৈধভাবে এপারে এল এবং বনগাঁয় থাকার জন্য মনস্থির করল। তারা কি এলাকায় গিয়ে ঘরে ঘরে কড়া নেড়ে বলবে, শুনুন আমরা বাংলাদেশি। না, তাঁরা কখনওই সেটা করবেন না। তারা সব সময় স্থানীয় কাউকে, অর্থাৎ কোনও দালালকে ধরবে এই কাজগুলো ঘুরপথে করার জন্য। তারাই কথা বলবে, কার কাছে গেলে ভুয়ো পরিচয়পত্র বানানো যাবে, তার হদিশ দেবে। আবার তারাই বাড়ি খুঁজে দেবে। ধীরে ধীরে সেই দম্পতি মিশে যাবে এলাকাবাসীর সঙ্গে। শুধু বাংলা নয়। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, দক্ষিণ ভারত... সর্বত্র এই চক্র ক্রিয়াশীল। একটা বিষয় পরিষ্কার, অনুপ্রবেশকারী শুধু বাংলায় থাকতেই পারে না।

■ এসআইআরের বিরুদ্ধে সোচ্চার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সচেতন করছেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের।

একটা ছোট্ট হিসেব। অসমে ছ'বছর ধরে এনআরসি প্রক্রিয়া চলেছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এবং গুয়াহাটি হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে। ২০১৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল চূড়ান্ত তালিকা। সেখানে দেখা গিয়েছিল, ১৯ লক্ষ নাম নাগরিকত্বের তালিকা থেকে বাদ চলে গিয়েছে। তার মধ্যে মুসলিম ৭ লক্ষ। আর হিন্দু ১২ লক্ষ। খরচ হয়েছিল, ১৬০২ কোটি টাকা। তারপরও কিন্তু লাগাতার আবেদন এসেছে ট্রাইব্যুনালে। যাচাই হয়েছে এবং ধীরে ধীরে খালি হয়ে গিয়েছে ডিটেনশন ক্যাম্প। এর উপর ভর করেই হয়ে গিয়েছে খান তিনেক ভোট। কোন নাগরিকের এতে লাভ হয়েছে? কারও না। সবটাই লোকসানের খাতায়। তাহলে লাভের অঙ্কে ফুলেফেঁপে উঠেছে কারা? বিজেপির মতো রাজনৈতিক দল।

যত দিন যাবে, রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন যত কাছে আসবে, অনুপ্রবেশ কথাটা তত জোরে জোরে শোনা যাবে। এসআইআরের পর যদি কোটিখানেক নাম সত্যিই বাদ যায়, তাহলে এই প্রোপাগান্ডা কিছুটা স্তিমিত হবে।

এসব কিছুর জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যেক সৈনিককে তৈরি থাকতে হবে। যোগ্য জবাব দিতে হবে ডিজিটাল যোদ্ধাদের জন্য।

আমরা তৈরি। আপনারা তৈরি তো! বাংলার শত্রুদের হাত থেকে রাজ্যটাকে বাঁচানোর জন্য!

বুধবার সাতসকালে দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজে যাত্রীবোঝাই বাসে আগুন। বিপদ বুঝে দ্রুত বাস থেকে নেমে যান যাত্রীরা। ফলে কোনও হতাহত হয়নি। দমকল এসে আগুন নেভায়। ঘটনায় কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয় ব্রিজে

পাটশিল্পের পুনরুজ্জীবনে পরামর্শদাতা নিয়োগ রাজ্যে

প্রতিবেদন : পাটশিল্পের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। এবার রাজ্যের প্রাচীনতম পাটশিল্প কেন্দ্রগুলির অন্যতম বজবজের নিউ সেন্ট্রাল জুট মিলের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে পরামর্শদাতা নিয়োগ করছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের সরকারি উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন দফতর ইতিমধ্যেই এই পরামর্শদাতা বা ট্রান্স-অ্যাকশন অ্যাডভাইসার নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মিল পুনরুজ্জীবনের রূপরেখা তৈরি ও বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবেন।

ওই ট্রান্স-অ্যাকশন অ্যাডভাইসারের মূল কাজ হবে, মিলটির কার্যক্রমের পূর্ণ ইতিহাস বিশ্লেষণ করা। পাটশিল্প ও তার সহযোগী ক্ষেত্রের বাজারের অবস্থা পর্যালোচনা করা। ঋণদাতা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং সংস্থার সঙ্গে পরামর্শ করে বিস্তারিত পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনা তৈরি করা, যা পরবর্তীতে মন্ত্রিসভা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে পুনরুজ্জীবন কার্যকর করতে উপযুক্ত অপারেটর বা অর্থনৈতিক অংশীদার নির্বাচন করা হবে।

কলকাতা হাইকোর্ট গত ১২ মার্চ সরকারকে ওই জুট মিল উদযাপনে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পুনরুজ্জীবনমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার স্বাধীনতা দেয়। সংশ্লিষ্ট মামলায় রাজ্য সরকার এই ন্যায্য ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনা তৈরি করতে আগ্রহের কথা জানায়। রাজ্য সরকারের আশা, এই পরিকল্পনা সফল হলে তা পাটশিল্পের অন্যান্য বন্ধ শিল্প ইউনিট পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও এক আদর্শ মডেল হয়ে উঠবে।

এক ঘণ্টাতেই উদ্ধার চুরি যাওয়া শিশু

সংবাদদাতা হুগলি : চুরি যাওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই উদ্ধার শিশু। গ্রেফতার এক মহিলা। বুধবার সকালে শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালের ঘটনা। প্রশ্ন উঠেছে ওই বেসরকারি হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে। পুলিশ সূত্রে খবর, কোন্নগর ঘোষাল বাগানের বাসিন্দা নেহা কুর্মি গত বৃহস্পতিবার কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। এক সপ্তাহ পর হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয় তাঁকে। পরিবারের সদস্যরা প্রয়োজনীয় কাজ সারছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় এক মহিলা এসে নেহার কাছে তাঁর সন্তানকে কোলে নিতে চান। নেহা ওই মহিলার হাতে সদ্যোজাতকে দেন। সেই মহিলা শিশুটিকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে পালায়। অভিযোগ জানানো হয় থানায়। শিশু চুরির অভিযোগ পেয়ে তৎপর হয়ে ওঠে পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন আইসি শ্রীরামপুর, এসিপি-সহ চন্দননগর পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্ত মহিলাকে শনাক্ত করা হয়। শহরে নাকা তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। শ্রীরামপুর নগার মোড়ে মহিলাকে আটক করে পুলিশ। অভিযোগ পাওয়ার কয়েক ঘণ্টার পর নবজাতককে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে পেরে খুশি পুলিশ।

উলুবেড়িয়া-কাণ্ডে গদ্দারকে তোপ

প্রতিবেদন : উলুবেড়িয়ার হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে হেনস্থায় পুলিশের জিরো টলারেন্স নীতি! অভিযোগ পাওয়ার ৩৬ ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে হেফাজতে নিয়েছে হাওড়া (গ্রামীণ) পুলিশ। তা সত্ত্বেও এই নিন্দনীয় ঘটনা নিয়ে কুৎসা রটিয়ে বাজার গরম করার চেষ্টা করছেন বিরোধী দলনেতা গদ্দার অধিকারী। পাল্টা বিজেপি রাজ্যগুলিতে নারী নির্যাতনের পরিস্থিতি তুলে ধরে গদ্দারকে ধুয়ে দিয়েছেন তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। আবার উলুবেড়িয়া-কাণ্ড নিয়ে 'সিলেক্টিভ বিপ্লবী'দের তুলোধোনা করেছেন তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। এদিকে, জুনিয়র মহিলা চিকিৎসককে হেনস্থার ঘটনায় আগেই ধরা পড়েছিল এক ট্রাফিক হোমগার্ড-সহ দু'জন। মঙ্গলবার রাতে শিসবেড়িয়া থেকে শেখ সম্রাট নামে আরও এক অভিযুক্তকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি অস্থায়ী হোমগার্ডের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে মূল অভিযুক্ত শেখ বাবুলালকেও। এদিন চিকিৎসক সংগঠন প্রোগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা ওই হাসপাতালে যান। সংগঠনের সহ-সভাপতি বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায় ও বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজির নেতৃত্বে ৭ সদস্যের প্রতিনিধি-দল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি আক্রান্ত চিকিৎসকের বাবার সঙ্গেও কথা বলে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। দোষীদের কঠোর শাস্তির জন্য পুলিশের সঙ্গেও কথা বলেন তাঁরা। অন্যদিকে, উলুবেড়িয়ার এই নিন্দনীয় ঘটনা নিয়ে বিরোধী দলনেতার কুৎসার জবাবে তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, গদ্দার অধিকারী যে এত বড় বড় কথা বলছেন, তাঁর নিজের বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রামের বিজেপি বুথ সভাপতি তাপস দাস এক গৃহবধূকে সদলবলে ধর্ষণের চেষ্টা করেন! গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় তাঁর আব্রু রক্ষা পায়! সেদিন গদ্দার অধিকারীর এই ডায়লগ শোনা যায়নি কেন? আবার, 'বিপ্লবী'দের কটাক্ষ করে কুণাল ঘোষের মন্তব্য, উলুবেড়িয়ায় যে ছেলেগুলো বাঁদরামি করেছে, পুলিশ গ্রেফতার করেছে। শাস্তি হবেই! কিন্তু যখন মালদহে জুনিয়র ডাক্তারের রহস্যমৃত্যুতে আর এক জুনিয়র ডাক্তার গ্রেফতার করা হয় কিংবা দুর্গাপুরে ডাক্তারি ছাত্রীকে তাঁর সহপাঠীই জঙ্গলে নিয়ে যায় তখন বিপ্লবীরা কোথায় থাকেন? বিপ্লবের মঞ্চ ফাঁকা কেন? আপনারা সিলেক্টিভ বিপ্লবী কেন?

■ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে পিএইচএ।

ফের নিম্নচাপ বৃষ্টির আশঙ্কা

প্রতিবেদন : বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ। এর জেরে সপ্তাহ-শেষে ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে বাংলা। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শক্তি বাড়িয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এদিকে, বুধবার এই নিম্নচাপ আরও শক্তি বাড়িয়েছে। এই নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকছে। এর ফলেই বৃষ্টি হবে শনি ও রবিবার। তবে ভাইফোঁটায় রোদ-ঝলমলে থাকবে আকাশ। শুক্রবার উপকূলের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। রাতে ও ভোরের দিকে নামবে পারদ। ধীরে ধীরে অনুভূত হবে শীতের শিরশিরানি।

সবুজ সংঘের পুজোয় সম্প্রীতির বার্তা

সংবাদদাতা, হাওড়া : হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের আয়োজনে সবুজশ্রী সংঘের শ্যামা আরাধনা। গ্রামীণ হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর বাসস্ট্যান্ডে সবুজশ্রী সংঘ আয়োজিত এই পুজো থেকে সম্প্রীতির বার্তার পাশাপাশি মণ্ডপ ভাবনায় তুলে ধরা হয়েছে সাহিত্য সংস্কৃতিকেও। এবারের মণ্ডপ ভাবনায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক উপন্যাসের আদিবাসী রাজা দোবরু পান্নার রাজত্ব। পুজো কমিটির সভাপতি তথা উদয়নারায়ণপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত দাস জানান, ক্লাবের হিন্দু-মুসলিম সদস্যরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দু মাসেরও বেশি সময় ধরে পুজোর আয়োজন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে কে কোন ধর্ম পা পদে আছি, সেটা বড় কথা নয়। বরং জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে সবাইকে নিয়ে মানবতা ও মনুষ্যত্বের মধ্যে দিয়ে পথ চলাটাই আসল ধর্ম। আমরা রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত। তাদের দেখানো পথেই পথ চলব।

■ বাগবাজারের ভাগবত সভায় অন্নকূট উৎসবে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। রয়েছেন কাউন্সিলর বাপি ঘোষ। বুধবার।

■ ফিরহাদ হাকিমকে ফোঁটা দিলেন বোন শ্যামা ভট্টাচার্য। বুধবার।

■ ডোমজুড় কেন্দ্র তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের আয়োজনে গণ-ভাইফোঁটা। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, ব্লক সভাপতি তাপস মাইতি।

■ ছটপুজো উপলক্ষে লিলুয়া গোশালা ঘাট পরিদর্শন করলেন জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি কৈলাস মিশ্র। গোশালা ঘাটের এই পুজো উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

■ আজ বৃহস্পতিবার ভাইফোঁটা। তার আগে বুধবার বিকেলে মিষ্টি বিপণিতে কেনাকাটার ভিড়। নজর কাড়ছে ভাইফোঁটার স্পেশ্যাল সন্দেশও।

রাজ্য

23 October, 2025 • Thursday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

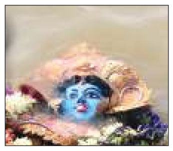

কালী প্রতিমা বিসর্জন। বুধবার বাগবাজার মায়ের ঘাটে

বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের জন্য সহানুভূতি বৃত্তি রাজ্যের

প্রতিবেদন : বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের শিক্ষার সুযোগ আরও বাড়াতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। রাজ্যের গণশিক্ষা সম্প্রসারণ ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দফতর ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য 'সহানুভূতি' বৃত্তির আবেদন আহ্বান করেছে এই মর্মে। নবম শ্রেণি ও তার উপরে অধ্যয়নরত বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীরা এই প্রকল্পের আওতায় আবেদন করতে পারবেন।

এই বৃত্তির মূল লক্ষ্য, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা বা পেশাগত শিক্ষায় আর্থিক সহায়তা প্রদান। ৪০ শতাংশ বা তার বেশি দৃষ্টিহীনতা, শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা, শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা থাকা পড়ুয়ারা এর জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। নির্ধারিত ফরম্যাটে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট জেলার গণশিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিকের দফতরে আগামী ২৮ নভেম্বরের মধ্যে জমা দিতে হবে। স্বীকৃত সঙ্গীত, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত পড়ুয়ারাও এই বৃত্তির আওতাভুক্ত। বৃত্তির যোগ্যতা অর্জনের জন্য আবেদনকারীদের আগের শিক্ষাবর্ষে ন্যূনতম ৪০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে এবং তাঁদের পরিবারের বার্ষিক আয় ২ লক্ষ টাকার বেশি হওয়া চলবে না। সঙ্গে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর ও আইএফএসসি কোড প্রদান বাধ্যতামূলক।

এই প্রকল্পে নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা প্রতি মাসে ৩০০ টাকা এবং আবাসিক ছাত্রছাত্রীরা ৫০০ টাকা করে পাবেন। দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীরা অতিরিক্ত ২০০ টাকা রিডারের ভাতা হিসেবে পাবেন। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বৃত্তির পরিমাণ ধাপে ধাপে বাড়বে— যেমন পিএইচডি স্তরের দিবাভোগীরা মাসে ২৫,০০০ টাকা, আবাসিকরা ২৬ হাজার টাকা এবং অতিরিক্ত দু হাজার টাকা রিডারের ভাতা পাবেন। এছাড়া যাতায়াত বা সহায়ক ভাতা এবং বছরে দু'হাজার টাকা করে বই, সরঞ্জাম, সহায়ক যন্ত্রপাতি বা শিক্ষাসামগ্রী কেনার জন্য অনুদান দেওয়া হবে। তবে যারা রাজ্য বা কেন্দ্র সরকারের অন্য কোনও বৃত্তি বর্তমানে পাচ্ছেন, তাঁরা এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন না বলে জানিয়েছে দফতর।

■ বারাসত সন্ধানী ক্লাবের আমন্ত্রণে বুধবার পুজো মণ্ডপে দর্শনার্থীদের সঙ্গে কালীপুজো ও দীপাবলির শুভেচ্ছা বিনিময় করেন রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন জেলা সভাধিপতি ও বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী।

■ 'বেহালা শৈলজা শক্তি' এই কালীপুজোর আয়োজন করেছে সম্পূর্ণভাবে বেহালার মহিলারা এবং পৌরোহিত্যও করছেন দুজন মহিলা।

বন্যা প্রতিরোধে এবার মাঠে নামবে ব্লক প্রশাসনও

সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা : এবার থেকে সেচ দফতরের সঙ্গে বন্যা প্রতিরোধে নদী, খাল ইত্যাদি সংস্কারের কাজ করবে ব্লক প্রশাসনও । 'নো কস্ট টু গভর্নমেন্ট এক্সচেকার' মডেলে এই কাজ করা হবে। ফলে ছোট নদী, খাল সংস্কার আরও দ্রুত হবে বলেই মনে করা হচ্ছে । এই মডেল কাজ হলে আগামী বছর বন্যা প্রকোপ অনেকটাই কমে যাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিগত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে সামান্য বৃষ্টিতেই উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সীমান্ত লাগোয়া বেশকিছু ব্লক জলমগ্ন হয়ে পড়ছে। ফলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। এই বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধানে নামেন জেলাশাসক। তাঁর নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিক ও কিছু দক্ষ মানুষদের নিয়ে একটি টিম গঠন করে। সমীক্ষা করে দেখা যায়, বড়-ছোট নদী, খাল, নয়নজুলি, জলাশয় সংস্কার করলে সমস্যার ৮০ শতাংশের বেশি সমাধান হবে। সেইমতো নদী, খাল, বড় জলাশয় চিহ্নিত করে একটি রিপোর্ট রাজ্য সরকার ও সেচ দফতরকে পাঠানো হয়। বন্যা আটকাতে শুরু হয় প্রশাসনিক তৎপরতা। জেলা প্রশাসন ও রাজ্য প্রশাসনের মধ্যে একাধিক বৈঠক হয়। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বেশকিছু নদী, খাল, বড় জলাশয় সংস্কার করা হবে 'নো কস্ট টু গভর্নমেন্ট এক্সচেকার' মডেলে। ধাপে ধাপে নদী, খাল সংস্কার করবে সেচ দফতর। ইতিমধ্যে সেই মডেলে পদ্মা খাল সংস্কারের কাজ শুরু হতে চলেছে। রানিডাঙ্গা থেকে নাসিমপুর প্রায় ১৫ কিলোমিটার নদী সংস্কারের কাজ করবে বিদ্যাধরী ড্রেনেজ ডিভিশান। কিন্তু সেচ দফতর এই বিশাল কাজ একা করতে গেলে দীর্ঘ সময় লেগে যাবে তাই মানুষের সমস্যার সময়ও বাড়বে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমতি ক্রমে এবং রাজ্য সরকারের নির্দেশে গ্রামের সাধারণ মানুষদের জলযন্ত্রণা থেকে তাড়াতাড়ি রিলিফ দিতে ব্লক প্রশাসনের মাধ্যমে ছোট নদী, খাল, নয়নজুলি, জলাশয় সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে আগে ব্লকের ইঞ্জিনিয়ারদের ট্রেনিং দিয়ে তাদের সংশ্লিষ্ট কজের জন্য প্রস্তুত করা হবে। সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়ারদের মতো তাঁরাও এই কাজে দক্ষ হয়ে সংস্কারের কার্যে পারদর্শী হয়ে উঠলে তবেই নতুন প্রক্রিয়ায় কাজ শুরু হবে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেই ছোট নদী, খাল-সহ অন্যান্য জলাশয় সংস্কারের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে না।

ক্যানিংগামী লোকালে আগুন নামিয়ে দেওয়া হল যাত্রীদের

সংবাদদাতা, ক্যানিং : লোকাল ট্রেনে আগুন আতঙ্কে বুধবার সকালে চাঞ্চল্য শিয়ালদহ-ক্যানিং শাখায়। মহিলা কামরা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। এর জেরে প্রায় আধ ঘণ্টা বিঘ্নিত হয় শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ট্রেন চলাচল। সকালের শিয়ালদহ-ক্যানিং লোকাল বুধবার কালিকাপুর স্টেশন অতিক্রম করার পরে মহিলা কামরার যাত্রীরা হঠাৎই ধোঁয়া দেখতে পান। পরের স্টেশনে যাত্রীরা ট্রেনের চালক ও গার্ডকে খবর দেয়। এরপরই পিয়ালী স্টেশনে নামিয়ে দেওয়া হয় সব যাত্রীদের। শুরু হয় মেরামতির কাজ। প্রাথমিকভাবে রেলের কর্মীদের অনুমান, ব্রেকব্লক থেকে বা শর্টসার্কিটের থেকে আগুন লাগার মতো ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে সেই ঘটনা বেশি খারাপ দিকে যাওয়ার আগেই যাত্রীদের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় লোকাল ট্রেনটি।

কালীপুজোর লেজার শোয়ে বাঙালির কৃষ্টি সংস্কৃতি

সংবাদদাতা, অশোকনগর : কালীপুজোর ঐতিহ্য বারাসত। তবে পার্শ্ববর্তী এলাকার কিছু পুজোও এবার নজর কেড়েছে। অশোকনগর বিধানসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের ৮ নং স্কিমের অগ্রদুত ক্লাব অন্যতম। ৫৬তম বর্ষে তাদের আকর্ষণ হিমালয়ের কুমায়ুন রেঞ্জের পার্বত্য জনজাতিদের শিব অর্থাৎ গলু দেবতার মন্দিরের অনুকরণে মণ্ডপসজ্জা। থিম 'আদিবাসী আঙ্গিনায়'। উচ্চতায় প্রায় ৪৫ ফুট এবং চওড়া প্রায় ৫৫ ফুটের মণ্ডপটি সাজানো হয়েছে চট, বেত দিয়ে। নানান আকৃতির পোড়ামাটির উপর প্রাকৃতিক রং ব্যবহার করে মণ্ডপের কারুকার্য করা হয়েছে। রয়েছে ফাইবারের নানান মূর্তি। মাটির সাবেকি রূপের মায়ের প্রতিমার পাশাপাশি রয়েছে শিবের মূর্তি।

■ অশোকনগর অগ্রদূত ক্লাবের লেজার শো। ডানদিকে পুজোয় বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী।

ধরা হচ্ছে বাংলার মনীষীদের জীবনী, গণেশবন্দনা, রক্তবীজ রাক্ষসী বধ-সহ নানা ধর্মীয় উপাখ্যান। বারাসত শহর থেকে দূরে জেলা সভাধিপতি তথা স্থানীয় বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীর খাস তালুকে এমন একটি পুজো দর্শনার্থীদের মন কেড়েছে। এই প্রসঙ্গে নারায়ণ গোস্বামী জানান, মণ্ডপসজ্জা অনেকেই তাক লাগিয়েছে তবে অগ্রদূত ক্লাব মণ্ডপসজ্জা তাক লাগালেও দর্শনার্থীদের টানছে লেজার শো। সামনের পুকুরে চলছে আলো ও শব্দের খেলা। যা সামগ্রিক পরিবেশকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। চন্দননগরের আলোকসজ্জার এই লেজার শো-এর মাধ্যমে তুলে একটু ব্যতিক্রমী। বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলা ও বাঙালিদের উপর অত্যাচার চলেছে, সেই প্রেক্ষাপটে তাঁদের লেজার শো বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ভাবাবেগকে মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করেছে তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

আরামবাগের রামকৃষ্ণ সেতু পরিদর্শনে পূর্ত দফতর

সংবাদদাতা, হুগলি : আরামবাগ রামকৃষ্ণ সেতু পরিদর্শন করলেন জেলা ও রাজ্যস্তরের পূর্ত দফতরের আধিকারিকরা। তাঁরা জানান, আরামবাগ রামকৃষ্ণ সেতুর বেহাল অবস্থার দরুন দ্বিতীয় বিকল্প সেতু কংক্রিটের হবে না। তার বদলে অস্থায়ী বেইলি ব্রিজ বা হিউম পাইপ ব্রিজ তৈরি হবে কিনা সেই নিয়ে ভাবনা চিন্তা চলছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘদিনের রামকৃষ্ণ সেতুর বেহাল অবস্থার মধ্য দিয়েই যান চলাচল হচ্ছিল। মধ্যরাতে হঠাৎই এই ব্রিজ ভেঙে যাওয়ায় প্রশাসনের তরফ থেকে এই অংশটি ঘিরে দেয়। বেশ কিছু দিন এভাবেই চলছিল। অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছিল ব্যাপকভাবে। এর ফলে বাস সংগঠনের তরফ থেকে ধর্মঘট ডাকা হয়। প্রায় দুই দিন ধরে চলে । অনেক দিন ধরেই দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের আশ্বাস দিয়ে ছিল প্রশাসন। কিন্তু কার্যকরী হয়ে উঠছিল না। তাই এদিন পূর্ত দফতরের কর্মকর্তারা দ্বিতীয় বিকল্প সেতুর নির্মাণ নিয়ে খতিয়ে দেখছেন। এই ব্রিজের ওপর নির্ভর করে পাঁচ থেকে ৯টি জেলার মানুষেরা নিত্যদিন কর্মসূত্রে যাতায়াত করে থাকেন। এর ফলে ব্রিজের ভার বহন ক্ষমতা যতই সময় গড়াচ্ছে ততই কিন্তু ক্রমাগত কমে এসেছে।

যমুনাদিঘি কচুরিপানায় ভরা। সেখানে কোচবিহার মদনমোহনবাড়ির বড়দেবীর প্রতিমা বিসর্জন হওয়ায় জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে দিঘির পাড়ে ভিড় জমানো দর্শনার্থীরা রীতিমতো ক্ষুব্ধ এ-নিয়ে

দার্জিলিংয়ে খাদে পড়ল গাড়ি মৃত ৪, উদ্ধার এক মা-হারা শিশু

সংবাদদাতা, মিরিক : মিরিক থেকে কাঁকড়ভিটা যাওয়ার পথে নৌলডাঁড়ার কাছে বুধবার দুপুরে এক মারাত্মক পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছেন এবং আরও অনেকে গুরুতর আহত। স্থানীয় গ্রামবাসীর তৎপরতায় গাড়ির মধ্যে থাকা এক শিশুকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে, তবে তার মা এখনও নিখোঁজ।

যাত্রিবাহী একটি চারচাকার গাড়ি পাহাড়ি ঢালু রাস্তা পার হতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনাস্থলটি দুর্গম হওয়ায় উদ্ধারকাজে কিছুটা বিলম্ব ঘটে। পুলিশ ও উদ্ধারকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে নিকটস্থ হাসপাতালগুলিতে পাঠিয়েছেন। মৃতদেহের পরিচয় এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। একজনের নাম ধনবাহাদুর কটওয়ার, নেপালের ধুলাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। গুরুতর আহত ১৭ জনকে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ছয়জনকে নকশালবাড়ি ব্লক হাসপাতালে এবং বাকিদের উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মিরিক মহকুমা হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সেই সড়কে যা সম্প্রতি দুধিয়া সেতুর ক্ষতির কারণে মিরিক থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত যাতায়াতের প্রধান বিকল্প পথ হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন ইতিমধ্যেই

সতর্কবার্তা জারি করেছে এবং ভবিষ্যতে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে রাস্তা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছে।

উদ্ধার অভিযানে স্থানীয় গ্রামবাসী সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে, যার মধ্যে আছে গাড়ির গতিবেগ, রাস্তার অবস্থা, চালকের পরিস্থিতি এবং অন্যান্য কারণ।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান

ডিসেম্বরেই কাজ শেষে জোর

আলিপুরদুয়ার

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : কিছুদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, উন্নয়নের স্বার্থে একেবারে বুথস্তরে গিয়ে মানুষের প্রয়োজন জেনে নিয়ে উন্নয়নের কাজ করা হবে। সেই লক্ষ্যে রাজ্যের প্রতিটি বুথে দশ লক্ষ করে টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণাও করেন তিনি। এরপর জেলার প্রতিটি ব্লকে বুথস্তরে গিয়ে শিবির করে, মানুষের চাহিদা জেনে আগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তালিকা তৈরি করে জেলা প্রশাসন। এবার সেই তালিকা ধরে ধরে টেন্ডার করা হয়। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার জেলায় 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পে প্রথম কাজের শিলান্যাস হয় কুমারগ্রাম ব্লকের চেংমারি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায়। সেখানে একটি কালভার্টের কাজের শিলান্যাস করেন আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক আর বিমলা ও রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইক। একই সঙ্গে ব্লকে মোট ১৮০টি কাজের এদিন সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক অরবিন্দ ঘোষ, বিডিও রজতকুমার বলিদা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জুলি লামা, সমাজসেবী সুদয় নার্জিনারি-সহ অনেকেই। অনুষ্ঠান শেষে জেলাশাসক আর বিমলা বলেন, আমাদের জেলার প্রতিটি ব্লকে আমরা ক্যাম্প করে, পুরো জেলায় কুড়ি হাজারের ওপরে স্কিম তুলেছি সাধারণ মানুষের দাবি মেনে। আজ থেকে সেই সমস্ত স্কিমের কাজ শুরু হল। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত স্কিমের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছি আমরা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিঃস্বদের 'গাই তিওহার'-এ গোদান

■ এই গরুগুলি উপহার হিসেবে দেওয়া হচ্ছে দুর্গতদের।

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : এ বছর মহা আড়ম্বরে পালিত হচ্ছে গাই তিওহার। ঐতিহ্যগত অনুষ্ঠানের সঙ্গে স্থানীয় নেপালি মানুষজনের নাড়ির টান। এই বিশেষ উৎসবে নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষেরা গোমাতাকে পুজো করে থাকেন। তাঁদের কাছে গরু পবিত্রতা, মাতৃত্ব এবং সমৃদ্ধির প্রতীক। ভিকরান ফাউন্ডেশন প্রাণিসম্পদ বিকাশ মন্ত্রকের সঙ্গে যৌথভাবে 'আশা গৌ' প্রকল্পের আয়োজন করল সুখিয়াপোখরির বিডিও অফিসে। এই উদ্যোগে শরিক জিটিএ-ও।

এই প্রকল্পে গত প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিঃস্ব হয়ে পড়া ২৪ পরিবারকে একটি করে গরু উপহার দেওয়া হল। ফাউন্ডেশনের পক্ষে বিক্রম রাই জানিয়েছেন, এই উপহার শুধু প্রয়োজনীয় ত্রাণই নয়, এটি মানুষকে মানসিক শান্তিও দেবে। এআরডির ডঃ অসীম রানা জানিয়েছেন, কৃত্রিম প্রজননের সাহায্যে জন্মানো গরু অনেকেই বিক্রি করতে চান না। তাই আমাদের হলস্টাইন, জার্সি, শাহিওয়ালের মতো সঙ্কর প্রজাতির গরু বিতরণ করতে হয়েছে, যেগুলো এই উপলক্ষেই কেনা। রিম্বিকের প্রশান্ত সুব্বা জানিয়েছেন, দুর্যোগে সবকিছু হারিয়েছিলাম, গাই তিওহারে গরু উপহার পেয়ে মনে হল আবার সমস্ত আশা ফিরে পেলাম।

বৃদ্ধাকে ধর্ষণ ও খুনের চেষ্টায় গ্রেফতার যুবক

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : দীপাবলির দিন প্রতিবেশী এক বৃদ্ধাকে ধর্ষণ ও খুনের চেষ্টার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করল জয়গাঁও থানার পুলিশ। দীপাবলির দিন রাতে বাড়ির সকলে বাইরে যাওয়ার পর ওই বৃদ্ধা একাই ছিলেন বাড়িতে। সেই সুযোগে প্রতিবেশী যুবক বীরমান ভুজেল বাড়িতে ঢুকে ওই বৃদ্ধাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ পরিবারের। এবং কামড়ে ওই বৃদ্ধার ঠোঁট কেটে দেয়। তারপর পালিয়ে যায় যুবক। খবর পেয়ে বাড়িতে পৌঁছয় বৃদ্ধার ছেলে। বৃদ্ধাকে চিকিৎসার জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মঙ্গলবার রাতে পুলিশ ওই যুবককে গ্রেফতার করেছে। বুধবার অভিযুক্ত যুবককে আলিপুরদুয়ার আদালতে পাঠায় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই যুবক এর আগেও এক নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের দায়ে সাত বছর জেল খেটে ২০২৩ সালে হাইকোর্ট থেকে জামিন নিয়ে বাড়িতে ছিল। সেই মামলা এখনও বিচারাধীন। এরই মধ্যে ফের তার বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও খুনের চেষ্টার অভিযোগ ওঠায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

কার্শিয়াংয়ের পাঙ্খাবাড়িতে দেখা গেল চিতাবাঘ, এলাকায় আতঙ্ক

সংবাদদাতা, কার্শিয়াং : গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পঙ্খাবাড়ি কার্শিয়াং রোডে সাথঘামতির কাছে একটি চিতাবাঘ দেখা যায়। রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় অল্পের জন্য রক্ষা পায় সে। বর্তমানে বেশ কয়েকটি চিতাবাঘটি দার্জিলিং পাহাড়ের অনেক জায়গায় অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার মধ্যে কখনও কালো চিতারও দেখা মিলছে। আর তা মেইন রোডেও দেখা যাচ্ছে। যেখানে ওই রাস্তা দিয়ে নিয়মিত যানবাহন চলাচল করে।

গতকাল ৫ অক্টোবর রোহিণী রোডে ভূমিধসের পর এটিকে পাংখাবাড়িতে দেখা গিয়েছে। এটি কার্শিয়াং এবং শিলিগুড়ির দিকে যাওয়ার প্রধান সড়ক। এর পরে এই রাস্তাটি দার্জিলিং এবং কার্শিয়াং থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

গতকাল চিতাবাঘকে রাস্তা পার হতে দেখা গিয়েছে। অনেকের ফোনে সেটি ধরাও পড়ে যে চিতাবাঘ রাস্তা অতিক্রম করেছে। কিন্তু মানুষ এবং চিতাবাঘ, কেউ কাউকে দেখেনি। চিতাবাঘ মানুষকে দেখতে পেলে আক্রমণ করতে পারত। ফলে বনকর্মীরা সতর্ক হয়ে চিতাবাঘের খোঁজ চালাচ্ছে। সাধারণ মানুষকেও সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে।

দুর্গত এলাকায় ত্রাণ নিয়ে গেলেন শিক্ষকরা

প্রতিবেদন : শিক্ষক সমাজের মানবিক ছোঁয়া। জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি মহকুমার বন্যা এবং ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াল পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতি (ওয়েপকুপা)। প্রায় পঞ্চাশেরও বেশি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিলে এক অসাধারণ মানবিক উদ্যোগে অংশ নেন। ১৫ থেকে ১৭ অক্টোবর তাঁর দুর্গত এলাকায় গিয়ে প্রায় পাঁচশো পরিবারের হাতে পৌঁছে দেন মশারি, কম্বল, জামাকাপড়। ত্রাণ বিতরণ হয় ধূপগুড়ি গোদাইরকুটির অঞ্চলের হোগলাপাতা, ধাপ্পারডাঙা, অধিকারীরতাড়ি এলাকাগুলিতে। শিক্ষকদের এই উদ্যোগ এলাকা জুড়ে প্রবলভাবে প্রশংসিত হচ্ছে।

■ শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা ত্রাণ নিয়ে জলপাইগুড়িতে।

এই ত্রাণ কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেন ধূপগুড়ির বিধায়ক ডঃ নির্মলচন্দ্র রায়। ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি রামমোহন রায়, জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মমতা বৈদ্য সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী অর্চনা সূত্রধর প্রমুখ। মা দল, জেলা পরিষদ এবং ওয়েবকুপা— তিনটি স্তরের মধ্যে ছিল এক চমৎকার সমন্বয়।

গুগল মিটের মাধ্যমে স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেই ওয়েবকুপা ঠিক করে কোন কোন এলাকায় ত্রাণ পৌঁছবে এবং কী ধরনের সামগ্রী প্রয়োজন। সংগঠনের পক্ষ থেকে শিক্ষক সমাজের সদস্যরা মিলে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ত্রাণ তহবিল হিসেবে সংগ্রহ করেন।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ লগ্নজিতা চক্রবর্তী, সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের ডঃ বিকাশকালী বর্মন ও ডঃ রতন মণ্ডল, ধূপগুড়ি গার্লস কলেজের প্রফেসর জ্যোতিকণা বর্মন, মালবাজার কলেজের ডঃ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পিডি উইমেন্স কলেজের ডঃ রঞ্জিত সিংহ, মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের চণ্ডীচরণ মুরা এবং অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক দীপেন ঘোষ।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

23 October, 2025 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

দুর্গাপুর-কাণ্ডে চারজনের ৫ দিনের পুলিশ হেফাজত

মাঝের ৪০ মিনিট ধোঁয়াশাপূর্ণ

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : গণধর্ষণ নয়, আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছে পুলিশ। ফরেনসিক পরীক্ষায় নির্যাতিতার পোশাকে সহপাঠীর যৌনরসের নমুনা পাওয়া গিয়েছে বলেও পুলিশ সূত্রে দাবি। যদিও এখনও সব অভিযুক্তের পোশাকের ফরেনসিক রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসেনি। এদিকে রাজ্যকে অকারণ টার্গেট করে সিটি সেন্টারে বিজেপির ৬ দিনের ধরনামঞ্চ সম্পূর্ণ ফ্লপ হয়েছে। শুরু করলেও শেষ করতে আর ফিরে আসেননি গদ্দার অধিকারীও। এই প্রেক্ষিতে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীর ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত ৬ জনকে দুর্গাপুর আদালতে তোলা হলে সবার জামিনের আবেদনই নাকচ হয়ে জেল হেফাজত হয়। মঙ্গলবার শেখ রিয়াজুদ্দিন এবনং শফিক শেখকে আদালতে তোলা হয় হয় গোপন জবানবন্দি দেওয়ার জন্য। কার্যত মামলা কোনদিকে গড়াতে চলেছে তা নিয়েই চর্চা চলছে শিল্পাঞ্চলজুড়ে। পাঁচজনের টিআই প্যারেডের আবেদন করা হলে তারও অনুমতি মিলেছে বলে জানান আইনজীবী। নির্যাতিতার সহপাঠীর টিআই প্যারেড হবে না, কারণ সে আগেই পরিচিত। প্রসঙ্গত, ১০ অক্টোবর রাতে আইকিউ সিটি মেডিক্যাল কলেজের ওই ছাত্রী পাশের জঙ্গলে গণধর্ষিতা হন বলে অভিযোগ ওঠায় উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা রাজ্য। প্রথমে গ্রেফতার হয় পাঁচজন। কয়েকদিন পরে গ্রেফতার হয় নির্যাতিতা পড়ুয়ার সহপাঠী। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, প্রথম ধৃত পাঁচজনই কিন্তু নিজেদের নিরপরাধ প্রমাণ করতে যে কোনও পরীক্ষায় বসতে রাজি। আসল সত্য জানতে লাই ডিক্টেটরের সাহায্য প্রয়োজন কিনা বা মিসিং লিঙ্ক কিছু আছে কিনা সেই নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠেছে। মাঝের ৪০ মিনিট সময় নিয়েই আসল ধন্ধ। কারণ ওই ৪০ মিনিট ধৃত সহপাঠী নির্যাতিতাকে ছেড়ে ক্যাম্পাসে ছিল। তাই ওই সময়টা পুলিশের কাছে এখনও ধোঁয়াশাপূর্ণ। পাশাপাশি এটাও সত্যি, সহপাঠীর সঙ্গে প্রেমের বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকলে রাতে দুজনে এভাবে জঙ্গলে যেত না। জঙ্গলে সহপাঠীর সঙ্গে নির্যাতিতা ঘনিষ্ঠ অবস্থায় ছিলেন কিনা লাই ডিক্টেটর কি সেই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে। আসল সত্য তুলে এনে দুর্গাপুরের কপাল থেকে কলঙ্কের দাগ মোছাতে পুলিশ একপ্রকার আদাজল খেয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

আগুনে পুড়ল শতাব্দীপ্রাচীন বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে বিধায়ক

সংবাদদাতা, কেশিয়াড়ি : হঠাৎ করে কেশিয়াড়ি ব্লকের দু'নম্বর খাজরা অঞ্চলের বড়চাটি গ্রামের সর্বেশ্বর মাইতি এবং সুরেন্দ্রনাথ মাইতির একশো বছরের পুরনো তিনতলা মাটির ঘরের বাড়ি আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। সেই বাড়ি পরিদর্শন করতে হাজির হলেন কেশিয়ারির বিধায়ক পরেশ মুর্মু। সকালে এলাকার বিধায়ক হিসেবে গিয়ে পরিদর্শন করে নিজেও স্তম্ভিত হয়ে পড়েন বিধায়ক। জানান, বাড়ি পুড়ে

যাওয়া দেখে এলাকার মানুষজন খুবই মর্মাহত। ঠিক কী কারণে এত বড় বাড়িতে আগুন লাগল, তা নিয়ে নানা মত। কেউ কেউ সন্দেহ করছেন কালকে যেহেতু দেওয়ালি ছিল, হাউই কিংবা ফানুস পোড়াতে গিয়ে সেখান থেকে এই সংযোগের দুর্ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারে। প্রশাসনিকভাবে সমস্ত রকম সহযোগিতা করা হবে বলে জানান বিধায়ক। এদিন তিনি নিজ উদ্যোগেও কিছু সহযোগিতা করেন।

জামাইবাবুকে নিয়ে আসার পথে দুর্ঘটনায় হত ১ শ্যালক, জখম ২

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : ভাইফোঁটার আগের দিন বুধবার শ্বশুরবাড়িতে জামাইফোঁটা নিতে গড়বেতার মোহনপুর থেকে শ্বশুরবাড়ি আসছিলেন জামাই শুকদেব পণ্ডিত। তাঁকে আনতে গিয়ে বিষ্ণুপুর থানার আধকাটা এলাকায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল শ্যালক

বেলশুলিয়ার দেব সরদারের (২২)। আহত তাঁর পিসতুতো ভাই খড়কাটা গ্রামের দীনবন্ধু সরদার এবং জামাই শুকদেব পণ্ডিত। গড়বেতা থেকে বাসে বাকাদহ বাসস্ট্যান্ডে নেমেছিলেন তিনি। সেখান থেকেই জামাইকে আনতে দুই ভাই দেব ও দীনবন্ধু মোটর বাইক নিয়ে করে বাঁকাদহ যান। সেখানে জামাইবাবুকে নিয়ে বেলশুলিয়া গ্রামের উদ্দেশে রওনা দেন তাঁরা। বাইক চালাচ্ছিলেন দেব। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আধকাটা এলাকায় সামনের দিক থেকে আসা একটি ছয় চাকা লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় তাঁদের বাইকের। রাস্তায় ছিটকে পড়েন তিনজনই। লরির নীচে ঢুকে বাইকটি দুমড়েমুচড়ে যায়। অচৈতন্য অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকেন তিনজন। স্থানীয় বাসিন্দা ও বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ এসে তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে যায় বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। দেব সরদারকে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। আহত অন্য দুজনের চিকিৎসা চলছে। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘাতক লরি-সহ আটক চালক। খালাসি পলাতক।

বেশি রিটার্নের টোপ দিয়ে টাকা মেরে ফেরার ফকির

প্রতিবেদন : মানুষের লোভকে পাথেয় করে ফের ঠকাতে নেমে পড়েছে কিছু লোক। আর ঘটনাক্রমে তার নাম ফকির। মোটা সুদের প্রলোভনে পা দিয়ে সর্বস্বান্ত হলেন বহু মানুষ। শেয়ার ট্রেডিং করে বাজারের তুলনায় অনেক বেশি ফেরত দেওয়া হবে, এমন টোপ দিয়ে আসানসোল শহর এবং লাগোয়া এলাকায় একের পর এক ব্যক্তির কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়েছিল ফকির আহমেদ। বেশ কিছুদিন টাকা দিলেও, হঠাৎ করেই গা-ঢাকা দিয়েছে অভিযুক্ত। প্রতারিতদের দাবি, কমপক্ষে কয়েকশো কোটি টাকা বাজার থেকে তুলেছে অভিযুক্ত ফকির। আসানসোল উত্তর থানা এলাকার ধাদকা অঞ্চলের বাসিন্দা ফকির। তার শেয়ার

■ ফকিরের বাড়িতে ক্ষুব্ধ আমানতকারীদের ভিড়।

ট্রেডিংয়ের ব্যবসা আছে বলে সবাইকে বলে। তাতেই তার কাছে টাকা জমা রেখেছিলেন বহু স্থানীয় মানুষ। ফকির জানিয়েছিল, প্রতি মাসে ১৫ শতাংশ সুদ দেওয়া হবে। এসব ক্ষেত্রে যেমন হয়, প্রথম দিকে নির্দিষ্ট সময়ে সুদের টাকা দিয়ে লোকের মনে ভরসা দেওয়া হয়। তারপর একসময় সুযোগ বুঝে গাঢাকা। আমানতকারীদের মুখে মুখে ১৫ শতাংশ সুদের কথা চাউর হয়ে গিয়েছিল। ফলে অনেকেই অতিরিক্ত লাভের আশায় টাকা বিনিয়োগ করে। আমানতকারীরা জানিয়েছেন, প্রায় দেড় বছর সবাই ঠিকমতো সুদ পাচ্ছিলেন। এক মহিলা বলেন, গয়না বন্ধক দিয়ে ও ফিক্সড ডিপোজিট ভেঙে কুড়ি লাখ টাকা দিয়েছিলেন। এখন পথে বসেছেন। সবাই এখন আসানসোল উত্তর থানায় অভিযোগ করেছেন। আসানসোল উত্তরের ডিসি ধ্রুব দাস বলেন, 'অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

গ্যাস সিলিন্ডারের আড়ালে মদ, নষ্ট করলেন মহিলারা

প্রতিবেদন : গ্রামে রমরম করে চলছে ভাটিখানা। গ্রামের পুরুষরা নেশা করে শুধু সংসার খরচের পয়সা অপচয় করছে না, বাড়িতে অশান্তিও করছে। তাতেই জেরবার হয়ে গ্রামের মহিলারা নামলেন রাস্তায়। ফেলে দিলেন সব বোতল, ভেঙে ফেললেন একে একে ১৩টি পেটি মদ। ফলে গ্রামে বয়ে গেল মদের নদী। গ্যাস সিলিন্ডারের আড়ালে আসছিল পেটি পেটি মদ। খবর পেয়ে গ্রামের মহিলারাই ভেস্তে দিলেন সব পরিকল্পনা। রাস্তাতেই গ্যাসের গাড়ি আটকে নষ্ট করে দিলেন দেশি মদের বোতল। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুরুলিয়ার জয়পুরে। অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরেই গ্যাসের সিলিন্ডারের আড়ালে মদপাচার হচ্ছিল পুরুলিয়ার জয়পুর থানার শ্রীরামপুরে। অভিযুক্তরা বিনা বাধায় চালিয়ে যাচ্ছিল কারবার। ব্যাপারটা নজর এড়ায়নি

■ গ্রামের মহিলারা মাটিতে ফেলে নষ্ট করছেন মদের পেটি।

গ্রামের মহিলাদের। তাঁরা তক্কে তক্কে ছিলেন। বুধবার সকালে অন্যদিনের মতো গ্যাস সিলিন্ডার বোঝাই ভ্যানে করে লুকিয়ে আনা হচ্ছিল পেটি পেটি দেশি মদ। কিন্তু গ্রামের অকজোট হয়ে শ্রীরামপুর হাইস্কুলের সামনে ফেলেন ভ্যান। তারপর রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরে হানা দিলেন ভ্যানে। সিলিন্ডারের আড়ালে লুকোনো মদের পেটিগুলো একে একে বের করে রাস্তায় ফেলে দেন সব বোতল। ভেঙে ফেললেন একে একে ১৩টি পেটি। ওঁদের দাবি, মদের নেশায় যুব সমাজ নষ্ট হচ্ছে। মদবিরোধী আন্দোলনের মুখ উত্তরা মাহাতো বলেন, মদ খেয়ে বাড়ির মহিলাদের মারধর করছেন পুরুষরা। রোজগারের সব টাকা মদ খেয়ে নষ্ট করছেন। থানায় অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তাই এই পন্থা। ঘটনার পরই ভ্যানচালক উধাও। পুলিশ খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে চলে আসে। ভ্যানচালকের খোঁজ চলছে। পুলিশকে দেখে গ্রামের মহিলারা রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁদের দাবি, পুলিশ ঠিকমতো কাজ করলে আজ আর তাঁদের এভাবে মাঠে নামতে হত না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

23 October, 2025 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২৩ অক্টোবর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

বৃহস্পতিবার ভাইফোঁটার দিনেও কমছে কলকাতার মেট্রোর পরিষেবা। আপ ও ডাউন লাইনে প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময় অপরিবর্তিত থাকলেও মাঝখানের সময় রেকের সংখ্যা কমবে

সাড়ে তিনশো বছরের ঐতিহ্য মালতীপুর মাতল কালীদৌড়ে

সংবাদদাতা, মালদহ : কালীপুজোর পরদিন মালদহের মালতীপুর মানেই কালীদৌড়ের উৎসব। প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের ঐতিহ্য আজও অটুট। কথিত আছে, চাঁচলের রাজা শরৎচন্দ্র রায় প্রথম এই অনন্য প্রতিযোগিতার সূচনা করেছিলেন কালীপুজোর পরদিন। সেই ঐতিহ্য আজও টিকে আছে মালতীপুরবাসীর প্রাণের টানে। উৎসবমুখর মালতীপুরে জড়ো হয়েছিল আটটি কালীপ্রতিমা— বুড়িকালী, চুনকাকালী, বাজারকালী, আমকালী, হ্যান্টাকালী, হাটকালী, শ্যামাকালী ও আরও এক প্রতিমা। প্রতিমা বিসর্জনের আগে উদ্যোক্তারা প্রতিমা মাথায় তুলে হাজির হন মালতীপুর দুর্গামণ্ডপের

সামনে। তারপরই শুরু হয় সেই রোমাঞ্চকর 'কালীদৌড়'। দেবী প্রতিমা মাথায় নিয়ে দৌড়ে ঘুরতে থাকেন উদ্যোক্তারা, ঢাকের তালে তালে তীব্র উন্মাদনায় মেতে ওঠেন হাজারও মানুষ। বজ্রধ্বনির বাজি, ঢাকের গর্জন আর দর্শকদের উল্লাসে থরথর করে ওঠে মালতীপুরের রাত। দূরদূরান্ত থেকে আগত মানুষের ভিড়ে কার্যত উৎসবের আবহে ভরে ওঠে গোটা এলাকা। প্রতিযোগিতার শেষে যে-পুজো কমিটির প্রতিমা অক্ষত থাকে, তারাই পায় বিজয়ের তকমা। পুরস্কারও দেওয়া হয় তাদেরই হাতে, আর সেই কমিটির প্রতিমাই প্রথমে নিরঞ্জন হয়। প্রায় তিনশো বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা এই ঐতিহ্য কেবল প্রতিযোগিতা নয়, এ যেন ভক্তি, ঐতিহ্য আর লোকআনন্দের এক অমলিন সংমিশ্রণ। সময় বদলেছে, প্রজন্ম বদলেছে কিন্তু মালতীপুরের কালীদৌড় আজও বহন করছে চাঁচল রাজবংশের সেই প্রাচীন গৌরব।

বোমা নিষ্ক্রিয় করছেন সেনা বিশেষজ্ঞরা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বোমা নিষ্ক্রিয় করল সেনা

প্রতিবেদন : মাসখানেক আগে বীরভূমের বোলপুরে অজয় নদের চরে বিশাল বোমার মতো বস্তু দেখতে পান লাউদহ গ্রামের বাসিন্দারা। প্রাথমিকভাবে মনে অনুমান করা হয়, সেটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের একটি বোমা। খবর জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা বোলপুরে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে সেই বোমা উদ্ধার করে। এতদিন সেই বোমা কড়া পাহাড়ায় রেখেছিল বোলপুর থানার পুলিশ। খবর দেওয়া হয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীকে। বুধবার সেই বোমা নিষ্ক্রিয় করল সেনা। নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতিতে বিস্ফোরণের মাধ্যমে বোমা নিষ্ক্রিয়করণের সময় বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে চারপাশ, কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। বিস্ফোরণের অভিঘাতে মাটিতে বিশাল গর্ত হয়ে যায়। অল্পবিস্তর ক্ষতি হয়েছে পাশের কৃষি জমিতেও।

রেলপথে জুড়ছে ভারত-ভুটান একধাপ এগিয়ে গেল রেল মন্ত্রক

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : সার্বভৌম ভারতের এক প্রতিবেশী বাংলাদেশে যখন ভারতীয় রেল বেশ কয়েকটি প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে, ঠিক তখনই আরেক প্রতিবেশী দেশ ভুটানের সঙ্গে রেল যোগাযোগ স্থাপন করতে আরও একধাপ এগিয়ে গেল ভারতীয় রেল। কয়েক মাস আগেই অসমের কোকরাঝাড় থেকে ভুটানের গ্যালিফু পর্যন্ত ৬৯ কিলোমিটার রেলপথ তৈরি করার কথা ঘোষণা করেছিল ভারতীয় রেল মন্ত্রক। এরপর ডুয়ার্সের বানারহাট থেকে ভুটানের সামসি পর্যন্ত সাড়ে ১৭ কিলোমিটার রেলপথ তৈরির পরিকল্পনাও নিয়েছে ভারতীয় রেল। দুটি প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যেই জন্য ৪০৩৩ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ড। বুধবার বিকেলে আলিপুরদুয়ার জংশনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং। এদিন ডিআরএম আরও জানান, আগামী ২০২৭ সালের মধ্যেই সেবক থেকে সিকিমের রংপো পর্যন্ত রেলপথের কাজ শেষ করে চালু করে দেওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্টই উজ্জ্বল।

ছটপুজোয় উপহার বিধায়ক গৌতমের

সংবাদদাতা, করণদিঘি : ছটপুজো উপলক্ষে পুজোসামগ্রী বিতরণ করলেন করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল। উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি ব্লকের আলতাপুর ২ ও লাহুতাড়া করণদিঘি-সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের হাতে ছটপুজোর সামগ্রী তুলে দিলেন করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল। ছটসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল। বুধবার করণদিঘি ব্লকের টুঙ্গিদিঘি দুর্গামন্দির প্রাঙ্গণে লাহুতাড়া ও আলতাপুর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার ছটপুণ্যার্থীদের হাতে শাড়ি, কুলো ও নারকেল তুলে দেওয়ার পাশাপাশি ছটপুজো উপলক্ষে শুভকামনা করেন গৌতম। ছটপুজোর সামগ্রী পেয়ে খুশি ছট পুণ্যার্থীরা।

কালীপুজোর অনুষ্ঠান শুনে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কালীপুজোর অনুষ্ঠান শুনে বাড়ি ফেরার পথে বেপরোয়া গতির বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। মঙ্গলবার রাত আনুমানিক সাড়ে এগারোটা নাগাদ, মাথাভাঙা শীতলখুচি সড়কের নেন্দারপাড় গ্যাস গোডাউন মোড় এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ওই গৃহবধূর নাম শুক্লা বর্মন, বয়স ৫২। জানা গিয়েছে, শীতলকুচির দিক থেকে একটি বাস ইটভাটার শ্রমিক নিয়ে মাথাভাঙার দিকে আসছিল। সে সময় সেই গৃহবধূ রাস্তা পার হচ্ছিলেন। তখনই সজোরে ধাক্কা মারলে গৃহবধূর মাথা থেঁতলে যায় এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মাথাভাঙা থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা পিছনে ধাওয়া করে এলংমাড়ি এলাকায় আটক করে সেই ঘাতক বাসটিকে। যদিও চালক ও খালাসি পলাতক। পুলিশ বাসটিকে আটক করে। হাসপাতাল চত্বরে কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃতার পরিবারের সদস্যরা।

কৃতী ফুটবলার প্রীতিকার পাশে জেলা ক্রীড়া সংস্থা

অপরাজিতা জোয়ারদার • রায়গঞ্জ

সম্প্রতি রায়গঞ্জ ফিরেছেন চিনে গিয়ে এশিয়ান কাপ কোয়ালিফাই ভারতীয় অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবল দলের সদস্য উত্তর দিনাজপুরের কৃতী ফুটবলার প্রীতিকা বর্মন। প্রীতিকা কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও লক্ষ্যে অবিচল থেকে উত্তর দিনাজপুর জেলার বিদ্যালয়স্তরে সুব্রত কাপ জয়ের পথ প্রশস্ত করে। তার সাফল্যের নিরিখে অনূর্ধ্ব ১৭ মহিলা ফুটবল সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা ও ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শনের পর এশিয়া কাপ ফুটবলের মূল পর্বে অভিষেক এখন শুধুই সময়ের

অপেক্ষা। বুধবার রায়গঞ্জের নুরিপুর প্রীতিকার বাড়িতে পৌঁছে যায় উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি দল। ছিলেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সুদীপ বিশ্বাস। তাঁরা এদিন প্রীতিকা, তাঁর পরিবার এবং কোচ অনুপ কেরকেট্টার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে প্রীতিকার পরিবারের হাতে আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া হয়। সুদীপ বিশ্বাস বলেন, প্রীতিকার যাতে পুষ্টিকর খাবারের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য মাস হিসেবে করে এক বছরের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হল। পাশাপাশি ভারতের যে কোনও জায়গায় প্রীতিকা যদি কোচিং নেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে, সেক্ষেত্রে তার যাওয়ার ভাড়ার ব্যবস্থা করে দেবে ডিএসএ।

ডিজিটাল বিপণনে বিপ্লব বিশ্ববাংলার

(প্রথম পাতার পর)

সেই কারণেই ছোট আকারের ভিডিও কনটেন্ট এখন গ্রাহক আকর্ষণের মূল চাবিকাঠি। এক আধিকারিকের কথায়, বিশ্ববাংলা যেমন বাংলার কারিগরদের বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেছে, তেমনই এই নতুন উদ্যোগে তাঁদের পণ্যও পাবে আন্তর্জাতিক দৃশ্যমানতা। বিবিএমসি একইসঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে বড়সড় প্রচার অভিযান শুরু করতে চলেছে। অনলাইন মার্কেটপ্লেসে নিজেদের উপস্থিতি আরও জোরদার করার লক্ষ্যও নেওয়া হয়েছে। এর জন্য নতুন ডিজিটাল বিজ্ঞাপন, গ্রাফিক্স ও প্রচারসামগ্রী তৈরি হচ্ছে। তবে পণ্যের প্রচারে কোনও মডেল ব্যবহার করার পরিকল্পনা নেই। বিশ্ব জুড়ে খুচরো বিপণনের চলতি প্রবণতাকে মাথায় রেখে সংক্ষিপ্ত ভিডিওর মাধ্যমে গল্প বলার এই কৌশলই ভবিষ্যতের বাজারের দিকনির্দেশ করছে এবং বাংলার হস্তশিল্পীদের জন্য এই পদক্ষেপ হবে এক নতুন দিগন্তের সূচনা।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
23 October, 2025 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

বালাসনে সেতুর কাজ শেষের পথে দুধিয়া-মিরিক সড়ক শিগগিরই খুলবে

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : দুধিয়া-মিরিক সড়কের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে। প্রশাসনের বরাত অনুযায়ী, চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যান চলাচল পুনরায় শুরু হতে পারে। গত ৫ অক্টোবরের ভারী বর্ষণে বালাসন নদীর জল বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং দুধিয়ার অংশে ভাঙন সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে শিলিগুড়ি-মিরিক সড়ক কয়েক সপ্তাহ ধরে বন্ধ ছিল। এই সমস্যার কারণে পর্যটক ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বড় ধরনের অসুবিধায় পড়েন। স্থায়ী সেতু সংস্কারের কাজ এখনই সম্ভব না হওয়ায় প্রশাসন বিকল্প রাস্তার মাধ্যমে ছোট যানবাহনের চলাচলের ব্যবস্থা করেছে।

গত ১৫ দিন ধরে দুধিয়ায় বালাসন সেতুর ওপরে হিউমপাইপ বসিয়ে বিকল্প পথ তৈরির

কাজ জোরকদমে চলেছে। প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে রাস্তার মূল অংশের কাজ প্রায় শেষ হবে। এরপর মাটি ফেলে রাস্তা শক্ত করা হবে এবং পরীক্ষামূলকভাবে ছোট যানবাহনের চলাচল শুরু করা হবে।

মিরিক পুরসভার প্রশাসক এল এন রাই জানান, দুধিয়ার মাধ্যমে মিরিক ও শিলিগুড়ির যোগাযোগ দ্রুত স্বাভাবিক করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আশা করছি, সপ্তাহের মধ্যেই এই বিকল্প সড়ক চালু করা সম্ভব হবে। বিদ্যুৎ বিভাগের পাইপলাইন ও অন্য ক্ষতিগ্রস্ত কাঠামোর কাজও সমান্তরালভাবে চলছে।

প্রায় ২২০ মিটার দৈর্ঘ্যের এই বিকল্প রাস্তা দিয়ে প্রথম পর্যায়ে ছোট গাড়ি চলাচল করবে। পরিস্থিতি দেখে বড় যানবাহন চলাচলের অনুমতি দেওয়া হতে পারে।

দুর্ঘটনা এড়ালেন মুর্মু

(প্রথম পাতার পর)

হওয়ায় এই বিপত্তি ঘটে। তবে এই ঘটনায় কোনওভাবে রাষ্ট্রপতির কোনও ক্ষতি হয়নি। তবে বড়সড় ক্ষতির আশঙ্কা যে ছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই ঘটনা রাষ্ট্রপতির অবতরণের সময়ে হলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। সেই আশঙ্কা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাষ্ট্রপতিকে শুভকামনা জানান। সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, কেরল সফরের সময় বুধবার সকালে ঈশ্বরের কৃপায় রক্ষা পেয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করি।

কালীপুজোয় জুয়া ও চটুল গানের আসরে হানা, গ্রেফতার বহু

সংবাদদাতা, মালদহ : কালীপুজোর আনন্দের মাঝেই রাতভর চলছিল জুয়ার আড্ডা আর চটুল গানের আসর। উৎসবের আবহে আইনের পরোয়া না করে রমরমিয়ে চলছিল দুই আসরই। শেষমেশ মঙ্গলবার গভীর রাতে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ হানা দিয়ে থামাল সেই অনৈতিক উৎসব। ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার নরহাট্টা অঞ্চলের জোতগোপাল এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি বছরের মতো এ বছরও কালীপুজো উপলক্ষে গ্রামবাসীদের উদ্যোগে মেলা বসেছিল। কিন্তু মেলার এক প্রান্তে আমবাগানের ভেতরে গোপনে প্যান্ডেল খাটিয়ে চলছিল জুয়ার আসর। সেই সঙ্গে মেলার মাঝখানে মঞ্চে চটুল গানের আসর জোরকদমে চলছিল বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ গভীর রাতে অভিযান চালায়। পুলিশের হানায় বেশ কয়েকজন জুয়াড়িকে হাতেনাতে ধরা হয়। চটুল গানের আসর বন্ধ করে বাজেয়াপ্ত করা হয় মঞ্চের সাউন্ড ও লাইটের সরঞ্জাম। পুজো কমিটির কয়েকজন সদস্যকেও আটক করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্ত চলছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ভাইফোঁটায় শিলিগুড়ির সবজির বাজারে আগুন

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : উৎসবের মেতে গোটা বাংলা। দীপাবলির আলো, কালীপুজো, ভাইফোঁটা— দেদার খাওয়াদাওয়া বাঙালির হেঁশেলে। তবে সবজির যা চড়া দাম তা নিয়ে মাথায় হাত সবার। ভাইফোঁটার আগেই সবজির বাজারে আগুন। উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতির কারণেই সব সবজির দাম চড়া, বলছেন সবজিবিক্রেতারা। শিলিগুড়ির বাজারে ফুলকপি বেগুন ও লঙ্কার দাম ঊর্ধ্বমুখী। বুধবার শিলিগুড়ির ফুলেশ্বরী মার্কেটে বেগুন ১৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে, ফুলকপি ১০০ টাকা, লঙ্কা ১৫০ টাকা, বাঁধাকপি ৮০ টাকা ও পেঁয়াজকলি ২০০ টাকা কেজি। ভাইফোঁটার বাজার করতে গিয়ে কালঘাম ছুটেছে আমজনতার। অল্প অল্প সবজি দিয়েই এবার ভাইফোঁটা সারবেন গৃহবধূ শ্রীময়ী সেন। বললেন, কী আর করা যাবে! যেখানে এক কিলো সবজির দরকার সেখানে আড়াইশো গ্রামেই কাজ সারতে হচ্ছে। মাছের বাজারেও আগুনের ছোঁয়া। বিক্রেতারা বলছেন, এখন বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, শিম ইত্যাদি কিছু সবজি বাজারে পাওয়া গেলেও সেগুলোর দাম অনেকটাই বেশি। স্বাদও তেমনভাবে নেই। বিক্রেতারা বলছেন, শীতকালীন সবজি আসতে অনেকটাই দেরি আছে। এখনও মাত্র কয়েকটি সবজিই বাজারে আছে। তাই চাহিদা বেশি। কিন্তু ফলন কম। তাই দাম বেশি।

বিপর্যয়েও বঞ্চিত বাংলা

(প্রথম পাতার পর)

মহারাষ্ট্রকে দেওয়া হয়েছে ১,৫৬৬.৪০ কোটি টাকার অনুদান। তার আগে কর্নাটককে দেওয়া হয়েছে বাকি টাকা। এ-ছাড়া অসম, গুজরাত, বিহারের মতো ডবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলিকেও দুর্যোগ হলেই হাজার হাজার কোটি টাকার বন্যাত্রাণ দেওয়া হয়েছে। শুধু বাংলার বেলায় উপুড়হস্ত হয় না মোদি সরকারের। বাংলায় এত বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে গেল। উত্তরবঙ্গে এত ক্ষতি হয়ে গেল। পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্স বিপর্যস্ত, তবুও এক টাকাও দিল না কেন্দ্রের মোদি সরকার। বাংলা একক প্রয়াসেই উত্তরবঙ্গ পুনর্গঠনের কাজ করে যাচ্ছে। একার ক্ষমতাতেই ফের সাজিয়ে তুলবে পাহাড়-তরাই-ডুয়ার্সকে। আর সেইসঙ্গে ত্রাণ নিয়েও বাংলার মানুষের প্রতি কেন্দ্রের মোদি সরকারের যে তীব্র বঞ্চনা, তার যোগ্য জবাব দেবে বাংলা। বিজেপি যে সবটাই ভোটের রাজনীতি করে, তা আজ মানুষের কাছে স্পষ্ট। ভোট এলেই প্রতিশ্রুতি দেয়, ভোট ফুরোলেই কেটে পড়ে। আর ভোটে হেরে বাংলার প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ চালিয়ে যায়। এবার সময় এসেছে জমিদারদের বিসর্জন দেওয়ার। ছাব্বিশেই বিজেপিকে গণতান্ত্রিকভাবে জবাব দিতে হবে।

দুর্নীতি রুখবেন লোকপালের

(প্রথম পাতার পর)

তার মূল উদ্দেশ্য থেকে পুরোপুরি লক্ষ্যভ্রষ্ট করা হয়েছে। বছরের পর বছর পদগুলো ফাঁকা রেখে শেষে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে মোদি-নিযুক্ত অনুগামীদের দিয়ে যাদের আগ্রহ জনসেবা নয়, নিজেদের বাবুয়ানি! এরা পাহারাদার নয়, এরা আসলে বিলাসবহুল গাড়িতে বসে থাকা শাসকের পোষা কুকুর, যারা দায়বদ্ধতার ধারণাকেই গাড়ির চাকায় পিষে দিচ্ছে!

ইউপিএ-২ সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর সরকারি ব্যয়ের উপর নজরদারির জন্য তৈরি হয়েছিল লোকপাল প্যানেল। বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অজয় মানিকরাও খানউইলকর-এর নেতৃত্বাধীন লোকপাল প্যানেলে রয়েছেন সাতজন সদস্য। গত ১৬ অক্টোবর টেন্ডার আহ্বানের মাধ্যমে লোকপালের সদস্যরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য বিলাসবহুল গাড়ি কেনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ৭ জন আধিকারিকের জন্য ৭০ লক্ষ টাকা দামের ৭টি বিএমডব্লিউ গাড়ির আবদার জানানো হয়েছে। এও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, গাড়িগুলির 'ডেলিভারি'তে বেশি দেরি করা যাবে না! দুই সপ্তাহ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে গাড়ি সরবরাহ করতে হবে বলে টেন্ডারে উল্লেখও করা হয়েছে। যা নিয়ে ফুঁসে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এক্স হ্যান্ডেলে এই প্রসঙ্গে লোকপালকে তোপ দেগে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখেল লিখেছেন, লোকপালের বিলাসিতা! ভারতের লোকপালের বার্ষিক বাজেট ৪৪.৩২ কোটি টাকা। এখন সব সদস্যের জন্য প্রায় ৫ কোটি টাকায় ৭টি বিলাসবহুল বিএমডব্লিউ গাড়ি কিনছে লোকপাল। এটি পুরো বার্ষিক বাজেটের ১০%। লোকপাল একটি দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা বলে মনে করা হয়। তাহলে দুর্নীতিগ্রস্ত লোকপালের বিরুদ্ধে কে তদন্ত করবে?

বন্যাদুর্গত শিশুদের নিয়ে কালীমণ্ডপে সফর নেতার

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যায় বিধ্বস্ত মানুষজনের পাশে আগেই দাঁড়িয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি রামমোহন রায়। এবার দীপাবলির উৎসবে ছোটদের শরিক করতে উদ্যোগী হলেন। নিজে পৌঁছে যান ময়নাগুড়ির আমগুড়ি এলাকায়, যেখানে এখনও বহু মানুষ ত্রাণশিবিরে আশ্রিত। ওঁদের মধ্যে ছিল বহু শিশু। তাদের নিয়েই রামমোহন শহরে ঘুরিয়ে দেখান কালীপুজোর আলোয় ভরা মণ্ডপ। ছোট ছোট চোখে যখন রঙিন

আলোর ঝলকানি পড়ে, তখন আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে তারা। স্থানীয় এক প্রবীণা ফুলেশ্বরী রায় এখনও ত্রাণশিবিরে। কৃতজ্ঞতার সুরে বলেন, বাবা, তুমি শুধু আমাদের নেতা নও, তুমি আমাদের পরিবারের মানুষ। এত দুঃসময়ে আমাদের কথা মনে রেখেছ, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। রামমোহন বলেন, মানুষের দুঃখে পাশে থাকা মানেই আসল মানবধর্ম। আজ এই ৪৫টি মুখে যে হাসি দেখলাম, সেটাই আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

কর্নাটকে মুখ্যমন্ত্রী বদলের সম্ভাবনা উসকে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার পুত্র স্বয়ং। প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক তথা মুখ্যমন্ত্রী-পুত্র যতীন্দ্র বুধবার বলেন, আমার বাবার রাজনৈতিক জীবন সমাপ্ত হতে চলেছে। এবার তাঁর উচিত মার্গদর্শক হওয়া

উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে চরম দলিত নির্যাতনের ছবি

লখনউতে বৃদ্ধকে মাটি চাটতে বাধ্য করা হল

ভিন্ডে যুবককে মূত্র পান করানোর অভিযোগ

নয়াদিল্লি: ডবল ইঞ্জিনের রাজ্যগুলিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কুৎসিত ছবি। উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ থেকে দলিতদের উপর অত্যাচারের দুটি পৃথক ও ভয়াবহ ঘটনা সামনে আসার পর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি দুই রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের বিরুদ্ধে প্রান্তিক সমাজের মর্যাদা রক্ষায় চরম ব্যর্থতার অভিযোগ তুলেছে।

উত্তরপ্রদেশের ঘটনাটি ঘটেছে দীপাবলির সন্ধ্যায়, যেখানে লখনউয়ের উপকণ্ঠে একটি মন্দিরের কাছে প্রস্রাব করার অভিযোগে ৬০ বছর বয়সি এক দলিত ব্যক্তিকে মাটি চাটতে বাধ্য করার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনা ঘিরে শোরগোল শুরু হওয়ার পর পুলিশ স্বামীকান্ত ওরফে ‘পাম্মু’ নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে এবং তার বিরুদ্ধে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, পীড়িত রামপাল রাওয়াত কাকোরির শীতলামাতা মন্দিরে জল খাচ্ছিলেন, তখনই অভিযুক্তরা তাঁর ওপর মন্দিরের কাছে প্রস্রাব করার অভিযোগ তুলে বিবাদে জড়ায়। রামপাল স্পষ্ট জানান যে তিনি আদৌ সেখানে প্রস্রাব করেননি, কেবল খাওয়ার সময় জল পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু অভিযুক্তরা তাঁর জাতিগত পরিচয় তুলে গালিগালাজ করে এবং জোর করে সেই স্থানটি চাটতে বাধ্য করে। পরে রামপালের নাতি মুকেশ কুমার সংবাদসংস্থাকে জানান, তাঁর দাদুর শ্বাসকষ্ট আছে, তাই হতে পারে কাশতে গিয়ে ভুল করে প্রস্রাব হয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত এবং অসুস্থতাজনিত। মুকেশ কুমার আরও বলেছেন, পাম্মু যখন দলবল নিয়ে গালিগালাজ করে তাঁকে চাপ দেয়, তখন ভয় পেয়ে তিনি অভিযোগ মেনে নেন। পরে তাঁকে সেই স্থানটি ধুয়ে ফেলতে বাধ্য করা হয়। এক পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, পীড়িত বৃদ্ধ বলছেন তাঁকে মাটি চাটতে বাধ্য করা হয়েছিল, আর অভিযুক্তের দাবি, তিনি কেবল জায়গাটা ছুঁতে বলেছিলেন। এই অমানবিক ও অসংবেদনশীল ঘটনায় তীব্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব এই কাজকে

চূড়ান্ত অমানবিক ও অপমানজনক বলে নিন্দা করেছেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, কারও ভুল মানে এই নয় যে তাঁকে জাতিগত কটূক্তি করে এত অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হবে। অন্যদিকে, কংগ্রেস অভিযুক্তকে আরএসএস কর্মী বলে দাবি করে এই ঘটনাকে মানবতার কলঙ্ক বলেছে। কংগ্রেসের অভিযোগ, বিজেপি ও আরএসএস সর্বাত্মক দলিত-বিরোধী।

অন্যদিকে, ডবল ইঞ্জিনের আরেক রাজ্য মধ্যপ্রদেশের ভিন্ড জেলায় আরও একটি একই ধরনের ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। সেখানে ২৫ বছর বয়সি এক দলিত যুবককে অপহরণ করে মারধর করার পর অভিযোগ অনুযায়ী তাঁকে মূত্র পান করতে বাধ্য করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, পীড়িতকে গোয়ালিয়রে তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে একটি এসইউভি গাড়িতে অপহরণ করে ভিন্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পুলিশের দাবি, প্রাথমিক কারণ হিসেবে জানা গেছে যে প্রধান অভিযুক্তের কাছে ড্রাইভারের কাজ করতেন যুবক। কাজ ছেড়ে দেওয়ায় ওই দলিত যুবককে নির্যাতন করা হয়েছে। পীড়িত যুবক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা আমাকে প্লাস্টিকের পাইপ দিয়ে মারধর করে বোতল থেকে প্রস্রাব পান করতে বাধ্য করে। তিনি আরও জানান যে বেদম প্রহারেও নিস্তার মেলেনি। পরে তাঁকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে আবার অপমান করা হয়। বর্তমানে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই যুবক। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সোনু বরুয়া, অলোক শর্মা এবং ছোটু ওঝা নামে তিন অভিযুক্তকে এসসি/এসটি আইন এবং ভারতীয় ন্যায়সংহিতার একাধিক ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মধ্যপ্রদেশে দলিতদের উপর এমন সহিংসতা ক্রমাগতই ঘটছে। এর আগে এই বছরের শুরুতে কাটনিতে অবৈধ খননের প্রতিবাদ করায় এক দলিত যুবককে মারধর করা হয় এবং উজ্জয়নে অন্য একজনকে পিটিয়ে প্রস্রাব পান করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এছাড়াও, ২০২৩ সালে সিধি জেলার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল, যেখানে উচ্চবর্ণের এক ব্যক্তি একজন আদিবাসী যুবকের উপর প্রস্রাব করেছিলেন। দলিতদের টার্গেট করে বারবার একই ধরনের ঘটনা অব্যাহত বিজেপি রাজ্যে।

■ সাত দশকের বেশি সময় ধরে চলছে নিউদিল্লি মন্দিরমার্গ কালীবাড়ির বিখ্যাত কালীপুজো।

■ দিল্লির বহু প্রাচীন কালকাজি ভৈরব মন্দিরে মা আদ্যাশক্তিরূপে পূজিতা হন।

রাষ্ট্রপতির কপ্টারে বড় বিপত্তি কেরলে

বসে গেল হেলিপ্যাড

তিরুবনন্তপুরম: কোনওক্রমে দুর্ঘটনা এড়ালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। কেরলে তাঁর হেলিকপ্টার নামার পরই বিপদের মুখে পড়ল। গোটা হেলিপ্যাডেরই একটি অংশ বসে গেল। আর তার জেরে বসে যায় হেলিকপ্টারের চাকাও। বিমানকর্মী ও সেনা সদস্যরা কোনওক্রমে ঠেলে হেলিকপ্টারটিকে নিরাপদ স্থানে সরাতে সক্ষম হন। যদিও রাষ্ট্রপতি তার আগেই হেলিকপ্টার থেকে নেমে যাওয়ায় তাঁর কোনও ক্ষতি হয়নি। ঘটনায় উদ্বেগ জানান বাংলার মুখ্যমন্ত্রীও। মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শবরীমালা দর্শনে পৌঁছন কেরল। প্রমদমে রাজীব গান্ধী ইন্ডোর স্টেডিয়াম লাগোয়া জমিতে তৈরি করা অস্থায়ী হেলিপ্যাডে অবতরণ করে তাঁর হেলিকপ্টার। রাষ্ট্রপতি অবতরণ করে গাড়িতে পম্বা রোড

ধরে গাড়িতে মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এরপর বুধবার সকালে ঘটে বিপত্তি। হেলিপ্যাডের টারম্যাকের কিছুটা অংশ বসে যায়। তাতে আটকে যায় কপ্টারের চাকা। ঘটনাস্থলে মোতায়েন কেরল পুলিশ, ভারতীয় সেনা জওয়ান ও দমকল বিভাগের কর্মীরা কপ্টারের চাকা তোলার কাজ শুরু করেন। রীতিমতো ঠেলে কপ্টার সরানোর কাজ করতে দেখা যায় তাঁদের। গায়ের জোরে সরিয়েই নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় কপ্টারটিকে। দেশের সর্বোচ্চ পদাধিকারীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছে এই ঘটনা।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, রাষ্ট্রপতি সুরক্ষিত আছেন। তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সেপ্টেম্বরে দেশের রফতানি কমেছে ১১.৯৩%

নয়াদিল্লি: ২০২৫ সালের ২৭ আগস্ট ভারতীয় পণ্যের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০% শুল্ক কার্যকর হওয়ার পর প্রথম পূর্ণ মাস সেপ্টেম্বরে ভারতে থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরে ভারতের মার্কিন রপ্তানি বার্ষিক ১১.৯৩% থেকে কমে ৫.৪৬ বিলিয়ন ডলার হয়েছে, যা দেশের বৃহত্তম রফতানি বাজারের উপর ধাক্কা লাগার ফলশ্রুতি। যদিও এই সময়ে আমদানি ১১.৭৮% বেড়ে ৩.৯৮ বিলিয়ন ডলার হয়েছে।

প্রসঙ্গত, আমেরিকার তরফে বর্ধিত শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল নয়াদিল্লির রুশ তেল কেনার প্রতিক্রিয়ায়, যার ফলে ভারতের পোশাক এবং চর্মজাত পণ্যগুলি বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের প্রতিযোগিতার সামনে দুর্বল হয়ে পড়েছে। বাণিজ্য সচিব রাজেশ আগরওয়ালের বক্তব্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের মোট রফতানির প্রায় ৫৫% এই শুল্কের দ্বারা

মার্কিন শুল্কবৃদ্ধি

প্রভাবিত হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতা সত্ত্বেও রফতানির গতি বজায় রয়েছে; তবে সোনা, রূপা, সার এবং ইলেকট্রনিক্সের আমদানি বৃদ্ধির কারণে সেপ্টেম্বরে সামগ্রিক আমদানির হার দ্রুত বেড়েছে। থিঙ্ক ট্যাঙ্ক জিটিআরআই-এর প্রতিষ্ঠাতা অজয় শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, সেপ্টেম্বরের পতন ছিল ২০২৫ সালের মধ্যে সবচেয়ে বড় মাসিক পতন এবং শুল্ক বৃদ্ধির পর থেকে মার্কিন বাজার ভারতের কাছে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত রফতানি বাজারে পরিণত হয়েছে। মে থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভারত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি প্রায় ৩৭.৫% কমেছে, যার ফলে মাসিক ৩.৩ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি চালান কমে গেছে। বস্ত্র, রত্ন ও গহনা, ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য এবং রাসায়নিকের মতো খাতগুলিতে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে। এই পরিস্থিতির মুখে রাশিয়ার তেল আমদানির বিষয়টি অমীমাংসিত থাকা সত্ত্বেও ভারত আগামী মাসের মধ্যে চুক্তি আলোচনা শেষ করার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্যিক আলোচনা দ্রুত চালিয়ে যাচ্ছে।

দেশ বিদেশ
23 October, 2025 • Thursday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হোয়াইট হাউস যখন জানাচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভ্লাদিমির পুতিনের বৈঠক খুব শীঘ্র হওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেই, তখন রাশিয়ার এক কূটনীতিক জানিয়েছেন, দুই রাষ্ট্রনেতার বৈঠকের প্রস্তুতি চলছে। দুই দেশের এমন পরস্পরবিরোধী ভূমিকায় উঠছে প্রশ্ন

জিএসটি নিয়ে মোদির মিথ্যাচার

রাজনৈতিক পক্ষপাত দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো লঙ্ঘন

নয়াদিল্লি : জিএসটি বচত উৎসবের নাম করে মোদি সরকার যেভাবে গোটা দেশে হইচই শুরু করেছে, তা পুরোপুরি রাজনৈতিক প্রচারমুখী নতুন মিথ্যাচার। মন্তব্য করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও' ব্রায়ান। জিএসটি ইস্যুতে কেন্দ্রের দাবি নিয়ে ডেরেকের তোপ, জিএসটি কর পরিকাঠামোর পরিবর্তনের আসল কৃতিত্ব প্রাপ্য বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির। কারণ, এই বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলি নিজেরা বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি সহ্য করার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্পের খাতে ন্যায্য পরিমাণ বরাদ্দপ্রাপ্তি থেকেও বঞ্চিত। এই প্রসঙ্গেই তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও ব্রায়ানের অভিযোগ, বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলি তাদের জিএসটি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি তুলে যেভাবে সোচ্চার হয়েছিল, তা ধামাচাপা দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই জিএসটি বচত উত্ সবের নামে শোরগোল তোলা হয়েছে সারা দেশে। এর গোটাটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ২০১৪ সালে

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন নরেন্দ্র মোদি তাঁর করা ট্ইুযটে দাবি

তোপ দাগলেন ডেরেক ও’ব্রায়েন

করেছিলেন, জিএসটি সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তুতি যথাযথ নয়। তারা রাজ্য সরকারগুলির উদ্বেগের সমাধান করেনি। ডেরেকের কটাক্ষ, এই দিওয়ালিতে ‘মুখ্যমন্ত্রী মোদির' কথা শোনা উচিত ছিল 'প্রধানমন্ত্রী মোদির’!

এখানেই না থেমে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর অবক্ষয়ের ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারকে একহাত নিয়েছেন রাজ্যসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেতা ডেরেক ও’ ব্রায়ান। বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলি কীভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের মদতে অন্যায় পথে বিনিয়োগ টেনে নিচ্ছে তার উদাহরণ তুলে ধরতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা দাবি করেন, বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরাই এই অভিযোগ করেছেন। তামিলনাড়ুর নির্ধারিত ৬০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ গুজরাটে স্থানান্তরিত করে দেওয়া হয়েছে। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তরফে একাধিক কোম্পানিকে গুজরাটে বিনিয়োগ করতে বলা হয়েছিল। কর্ণাটকের তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রীও একই অভিযোগ করেছেন। এই প্রসঙ্গেই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্টের ভিত্তিতে তাঁর অভিযোগ, মহারাষ্ট্রের জন্য নির্ধারিত ১৭টি বড় প্রকল্পকে গুজরাটে স্থানান্তরিত করতে বাধ্য করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে অগ্রাহ্য করে অনৈতিকভাবে রাজনৈতিক পক্ষপাতের দৃষ্টিভঙ্গিতে চলছে মোদি সরকার।

প্রতি ভোটার বাতিলের জন্য ৮০ টাকা

বিরোধীদের 'ভোট চুরি' অভিযোগের পুরোপুরি সত্যতা মিলল কর্নাটকে

নয়াদিল্লি: ২০২৩ সালে কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনের আগে আলান্দ আসনে ভোটার তালিকা থেকে জালিয়াতি করে নাম বাদ দেওয়ার ঘটনায় কর্নাটক পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দলের (এসআইটি) অনুসন্ধানে ভোটচুরি নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। তদন্তকারী দলের তথ্য অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশনে ভোটার বাতিলের প্রতিটি জাল আবেদন জমা দেওয়ার জন্য একজন ডেটাসেন্টার অপারেটরকে ৮০ টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। জানা গিয়েছে, ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে এই আলান্দ আসনে মোট ৬,০১৮টি জাল আবেদন জমা পড়েছিল, যার ফলস্বরূপ মোট ৪.৮ লক্ষ টাকা লেনদেন হয়েছিল। আলান্দ ভোটার তালিকার এই অনিয়মগুলি আগে তুলেছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীও। ভোটচুরির তদন্তের অংশ হিসেবে গত সপ্তাহে এসআইটি বিজেপি নেতা সুভাষ গুট্টেদার-এর সাথে সম্পর্কিত সম্পত্তিতে তল্লাশি অভিযান চালায়। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে গুট্টেদার এই আলান্দ আসনে কংগ্রেসের বি আর পাতিল-এর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

রাজনৈতিক অস্থিরতায় নাভিশ্বাস বাংলাদেশের বিখ্যাত পর্যটনকেন্দ্রের

কক্সবাজার: একটানা প্রায় ১৫ মাস ধরে প্রবল রাজনৈতিক অরাজকতা এবং প্রশাসনিক অস্থিরতার ফলে প্রায় মরতে বসেছে বাংলাদেশের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং লাভজনক পর্যটনকেন্দ্র কক্সবাজার। নিরাপত্তার অভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন দেশি-বিদেশি পর্যটকরা। ৮৮ শতাংশ পর্যটকই অভিযোগ করছেন, তাঁদের পক্ষে আর মোটেই নিরাপদ নয় সমুদ্র সৈকত। ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে জোরালো ধাক্কা খাচ্ছে গোটা জেলা। আঘাত লেগেছে গোটা বাংলাদেশেরই পর্যটনশিল্পে। চরম অর্থসঙ্কটে সৈকত লাগোয়া হোটেল মালিক এবং ব্যবসায়ীরা। চাকরি হারাচ্ছেন অনেক হোটেলকর্মী। তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন বহু ছোট এবং মাঝারি ব্যবসায়ী। কক্সবাজার কমিউনিটি অ্যালায়েন্স, ঢাকা (সিসিএডি)-র এক জরুরি বৈঠক এবং আলোচনাসভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে এ নিয়ে। অংশগ্রহণকারীদের ৮৮.১ শতাংশই দ্বিধাহীন ভাবে জানিয়েছেন, কক্সবাজারে পর্যটন নিরাপত্তা অত্যন্ত দুর্বল। স্থানীয় বাসিন্দা এবং কক্সবাজারে কর্মরতদের মধ্যে ৫৩.৭ শতাংশ মনে করছেন,এই আন্তজাতিক পর্যটনকেন্দ্রে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ। এখনই কড়া পদক্ষেপ না করলে বাঁচানো যাবে না এই পর্যটনকেন্দ্রকে।

কক্সবাজার

এরজন্য ইউনুসের দুর্বল প্রশাসনের দিকেই আঙুল তুলেছেন তাঁরা। সমীক্ষা বলছে, রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় অপরাধপ্রবণতা বেড়েছে মারাত্মকভাবে। ফলে ভয় পাচ্ছেন বিদেশি পর্যটকরা। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিদেশি মুদ্রা অর্জনের পথ। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল কক্সবাজারের আইন-শৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতির জন্য অনেকেই দায়ী করছেন রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ সমস্যাকে। এখানেই শেষ নয়, পরিবেশের কারণেও অনেক পর্যটক এখানে আসতে আগ্রহ হারাচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে। ৫৯.৭ শতাংশ মানুষই মনে করছেন পাহাড় এবং বালিয়াড়ি দখলমুক্ত করার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যর্থতাও কক্সবাজারে পর্যটন বিপর্যয়ের অন্যতম বড় কারণ।

■ হোয়াইট হাউসে ভারতীয়দের সঙ্গে দীপাবলির উৎসবে সামিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুল্ক ইস্যুতে যখন ভারত-আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্যিক টানাপোড়েন বাড়ছে এবং ট্রাম্পের নানা মন্তব্য নয়াদিল্লির অস্বস্তি তৈরি করছে, সেই আবহে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দীপাবলি পালন তাৎপর্যপূর্ণ। অনেকেই মনে করছেন, ভারতের চিরাচরিত সংস্কৃতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে এদেশের প্রতি মৈত্রী ও সৌহার্দ্য রক্ষার বার্তা দিতে চেয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।

চোকসিকে প্রত্যর্পণের পক্ষে রায় বেলজিয়াম কোর্টের

নয়াদিল্লি: বেলজিয়ামে ঋণখেলাপি মেহুল চোকসির প্রত্যর্পণ মামলার চলমান প্রক্রিয়ায় বুধবার ভারতের জন্য প্রথম বড় সাফল্য এল। শুনানির পর অ্যান্টওয়ার্পের আপিল আদালত চোকসির প্রত্যর্পণের বিরুদ্ধে করা আবেদনটি খারিজ করে রায় দিয়েছে। এটি চোকসির ভারতে প্রত্যর্পণের পক্ষে প্রথম আইনি পদক্ষেপ। তবে চোকসি এই আদেশের বিরুদ্ধে পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে বেলজিয়াম সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার সুযোগ পাচ্ছেন। সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর প্রত্যর্পণ অনুরোধে চোকসিকে এই বছরের ১১ এপ্রিল অ্যান্টওয়ার্পে অস্থায়ীভাবে গ্রেফতার করা হয় এবং তখন থেকেই তিনি বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্প কারাগারে রয়েছেন। চলতি বছরের এপ্রিল থেকে তাঁর একাধিক জামিনের আবেদন খারিজ করা হয়েছে। সিবিআই চোকসির

বিরুদ্ধে ৬,৪০০ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগে চার্জশিট দাখিল করেছে। এই বৃহত্তর মামলাটি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে ১৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকার জালিয়াতির সঙ্গে সম্পর্কিত, যেখানে তাঁর ভাগ্নে নীরব মোদি বর্তমানে লন্ডনের জেলে বন্দি।

৮ লক্ষ ৮২ হাজার দেওয়ানি রায় অকার্যকর হওয়া ন্যায়ের পরিহাস

নয়াদিল্লি: সুপ্রিম কোর্ট সারা দেশের দেওয়ানি মামলাগুলিতে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ৮ লক্ষ ৮২ হাজারের বেশি রায় অকার্যকর হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। শীর্ষ আদালত এই পরিস্থিতিকে ‘অত্যন্ত হতাশাজনক’ এবং ‘উদ্বেগজনক’ বলে অভিহিত করেছে। বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি পঙ্কজ মিত্তলের একটি বেঞ্চ এই মন্তব্য করে তাদের পূর্ববর্তী আদেশের সম্মতি পর্যালোচনা করার সময়। সংশ্লিষ্ট আদেশে সমস্ত হাইকোর্টকে তাদের আওতাধীন দেওয়ানি আদালতগুলিকে ছয় মাসের মধ্যে ডিক্রি জারির আবেদন নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই আবেদনগুলি হল দেওয়ানি মামলায় জয়ী হওয়া ডিক্রি-ধারকদের দ্বারা রায় কার্যকর করার জন্য দাখিল করা অনুরোধ। আদালত এও স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে তাদের নির্দেশ পালনে বিলম্ব হলে সংশ্লিষ্ট প্রিসাইডিং অফিসাররা দায়ী থাকবেন। সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ মন্তব্য করে, আমরা যে পরিসংখ্যান পেয়েছি তা অত্যন্ত হতাশাজনক। সারা দেশে ডিক্রি জারির আবেদনগুলির বকেয়া সংখ্যা উদ্বেগজনক। আজ পর্যন্ত সারা দেশে ৮,৮২,৫৭৮টি ডিক্রি জারির আবেদন বকেয়া রয়েছে। বেঞ্চ আরও জানায়, ৬ মার্চ থেকে গত ছয় মাসে মোট ৩,৩৮,৬৮৫টি ডিক্রি জারির আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। আদালতের বক্তব্য, ডিক্রি পাস হওয়ার পরে যদি তা কার্যকর হতে বছরের পর বছর লেগে যায় তবে তার কোনো অর্থ থাকে না এবং তা ন্যায়ের পরিপন্থী ছাড়া আর কিছুই নয়। শীর্ষ আদালত আবারও সমস্ত হাইকোর্টকে অনুরোধ করেছে, তারা যেন একটি পদ্ধতি তৈরি করে এবং তাদের নিজ নিজ জেলা আদালতকে বকেয়া ডিক্রি জারির আবেদনগুলি কার্যকর ও দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য গাইড করে।

ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট

জ্বালানি লিক, জরুরি অবতরণ ইন্ডিগোর উড়ানের

বারাণসী: ফের বিমান চলাচলে বিভ্রাট। বুধবার কলকাতা থেকে শ্রীনগরের উদ্দেশে উড়েছিল ইন্ডিগোর বিমান। মাঝপথে বারাণসীর লালবাহাদুর শাস্ত্রী আন্তজাতিক বিমানবন্দরে জরুরি ভিত্তিতে অবতরণ করতে বাধ্য হয় বিমানটি। বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, বিমানটির জ্বালানি লিক করেছে। ফলে জরুরি অবতরণ। বারাণসী বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিমানের ১৬৬ জন যাত্রী এবং কর্মীদের নিরাপদেই বিমান থেকে নামানো হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জগদ্ধাত্রী পুজোয় ঘুরে আসতে পারেন খানাকুল। বেশকিছু দেখার মতো পুজো হয়। পাশাপাশি ঘুরে আসা যায় রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান

ঘুরে আসুন হাম্পি

কর্নাটকের তুঙ্গভদ্রার তীরে অবস্থিত হাম্পি। একটা সময় বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। এখানকার প্রাসাদ, মন্দির এবং রাজকীয় ভবনের ধ্বংসাবশেষ সম্রাটদের সম্পদ এবং জাঁকজমকের সাক্ষ্য দেয়। স্থাপত্য শিল্পের প্রতি আগ্রহ থাকলে ঘুরে আসতে পারেন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হাম্পি। কর্নাটকের তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। বেলারি জেলার প্রাচীন জনপদ। ১৩৩৬ থেকে ১৫৬৫ সাল পর্যন্ত বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। চারটি রাজবংশ দ্বারা শাসিত। সঙ্গমা, সালুভা, তুলুভা এবং আরবিদু রাজবংশ। এই রাজবংশের

তুঙ্গভদ্রা নদী

রাজকুমাররা ৫০০টিরও বেশি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে হাম্পি তুলা, মশলা, ঘোড়া এবং রত্ন পাথরের বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। বিশ্বাস করা হয় যে, রুবি এবং হীরা রাস্তায় বিক্রি হত এবং সোনা ও রুপা ব্যবহৃত হত মুদ্রা হিসেবে। হীরা বিক্রির প্রধান রাস্তাটির নাম ছিল পান সুপারি স্ট্রিট। আরব, পর্তুগিজ এবং ইতালীয় ভ্রমণকারীরা মন্দির এবং প্রাসাদগুলির প্রশংসা করতেন।

এখানকার প্রাসাদ, মন্দির এবং রাজকীয় ভবনের ধ্বংসাবশেষ বিজয়নগর সম্রাটদের সম্পদ এবং জাঁকজমকের সাক্ষ্য দেয়। প্রশ্ন উঠতে পারে নামকরণ নিয়ে। জানা যায়, হাম্পি নামটি এসেছে তুঙ্গভদ্রা নদীর প্রাচীন নাম, ভগবান ব্রহ্মার কন্যা পাম্পা থেকে। এই শহরটি স্থানীয়ভাবে পাম্পা শহর নামে পরিচিত। কাছাকাছি পরিচিত শহর হজপেট।

হাম্পি জুড়ে দ্রাবিড় স্থাপত্য, মন্দির ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে। বিজয়নগর সাম্রাজ্য ভারতীয় ইতিহাসে খুব পরিচিত। এই রাজবংশের প্রধান শাসক ছিলেন কৃষ্ণদেবরায়। কথিত, বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রধান ঈশ্বর হলেন ভগবান শিব বা বিরূপাক্ষেশ্বর এবং ভুবনেশ্বরী বা পার্বতী। হাম্পির বিজয়নগর সাম্রাজ্যের মন্দিরগুলো আংশিক ও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ধ্বংস হওয়া মন্দিরকে বলা হয়ে থাকে মূর্তিবিহীন স্মৃতিসৌধ।

দর্শনীয় স্থানের মধ্যে অন্যতম বিরূপাক্ষেশ্বর মন্দির। এই মন্দির ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত। হাম্পির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভবন। বিশ্বাস করা হয় যে, এই মন্দিরে ভগবান শিব পার্বতীকে বিয়ে করেছিলেন। বলা হয়, হাম্পির এই মন্দিরটি একমাত্র মন্দির হিসেবে সপ্তম শতাব্দীতে তার সূচনা থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে। এটা ভারতের প্রাচীনতম মন্দিরগুলোর মধ্যে অন্যতম।

বিরূপাক্ষেশ্বরের গর্ভগৃহের বাঁদিকে আছে ভুবনেশ্বরী মন্দির। গর্ভগৃহের পিছনে বিরূপাক্ষেশ্বর গোপুরম-এর উল্টানো রূপ রয়েছে।

বিরূপাক্ষেশ্বর মন্দিরে লক্ষ্মী নামে একটি হাতি আছে। হাতিটা সকাল সাড়ে আটটায় মন্দিরের পাশে তুঙ্গভদ্রা নদীতে স্নান সেরে বিরূপাক্ষেশ্বর মন্দির প্রদর্শন করে। তার পর ভক্তদের স্বাগত জানাতে দাঁড়ায়।

হেমাকুটা পাহাড়ি মন্দির

বিরূপাক্ষেশ্বর মন্দিরের আশেপাশের এলাকায় রয়েছে বাদাবলিঙ্গ নামে শিবলিঙ্গ, মনোলিথিক নন্দী নামক ষাঁড়, গণপতি সৌধ, সাসভে কালু গণপতি বা হাতি, কদলেকালু গণপতি, নরসিংহ শাস্ত্র, বীরবদ্র

বিজয়া বিট্ঠলা স্মৃতিস্তম্ভ

মন্দির। বিরূপাক্ষেশ্বর মন্দিরের পাশে আছে বর্তমানের হাম্পি বাজার।

দেখার মতো জায়গা বিজয়া বিট্ঠলা স্মৃতিস্তম্ভ। মূর্তিবিহীন এক মন্দির। অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এখানে কোনও পুরোহিত নেই। ভিতরে কোনও বিগ্রহ না থাকায় একে মন্দির নয়, স্মৃতিস্তম্ভ বলা হয়। এটা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। পাথরের রথ এবং মিউজিক স্তম্ভ দেখতে পাওয়া যায়।

ঘুরে দেখা যায় হাজারা রাম স্মৃতিসৌধ। এটাও মূর্তি ছাড়া মন্দির। রামায়ণ সম্পর্কে মন্দিরের দেওয়ালে ১০০০ শিল্পকলা আছে।

অনেকেই ঘুরে দেখেন রানির স্নানাগার। এই স্নানাগার রাজা এবং তাঁর স্ত্রীদের জন্য রাজকীয় স্নানপর্বের বিলাসবহুল জীবনধারা প্রদর্শন করে। জটিল নকশা এবং গম্বুজ আকৃতির অসামান্য কারুকাজ করা ছাদ, সুন্দরভাবে ডিজাইন করা বারান্দা, ছোট জানালা এবং নীল আকাশের নিচে আয়তক্ষেত্রাকার পুল রানির স্নানের সৌন্দর্য-বিলাসিতাকে আরও নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলে। এখানে হাম্পির হস্তশিল্প এবং ভাস্কর্যগুলো বিক্রি হয়।

লোটাস মহল হল একটি ধর্মনিরপেক্ষ স্থাপনা। হাম্পিতে দ্রষ্টব্য সবচেয়ে সুন্দর স্থানগুলোর মধ্যে একটি। লোটাস মহলে একটি সুন্দর কাঠামো রয়েছে এবং সেটা তার চমৎকার ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত। লোটাস মহলের খিলানযুক্ত জানালাগুলোকে ধরে রাখার জন্য রয়েছে ২৪টি স্তম্ভ।

দারুণ জায়গা হেমাকুটা পাহাড়ি মন্দির। হেমাকুটা পাহাড় একটা বিস্তৃত অঞ্চল এবং এখানে হাম্পির ধ্বংসাবশেষ, মন্দির এবং খিলান দেখা যায়। পাহাড়ের চূড়ো থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সৌন্দর্য দেখতে দারুণ লাগে। গোটা পাহাড়টি অনেক হিন্দু মন্দির, প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষের এক মনোরম স্থান। হেমাকুটা পার্বত্য মন্দির পরিদর্শন ছাড়া হাম্পি-ভ্রমণ অসম্পূর্ণ।

অচ্যুতরায় স্মৃতিসৌধ ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত স্মৃতিস্তম্ভ। দেবাদিদেব মহাদেবের ভূগর্ভস্থ মন্দির। বর্তমানে শিবলিঙ্গের অনুপস্থিতির কারণে একে বলা হয় স্মৃতিসৌধ।

ঘুরে দেখা যায় হাম্পির প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর। এখানে চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর ভেতর যে-সমস্ত পর্যটক ভারতে আসেন, তাঁদের ভূয়সী প্রশংসিত বিজয়নগর সাম্রাজ্যের নানান স্মারকের সম্ভার রয়েছে। স্থাপত্য শিল্পের প্রতি আগ্রহ থাকলে হাম্পি-ভ্রমণ মনের মধ্যে অদ্ভুত আনন্দের জন্ম দেবে।

কীভাবে যাবেন?

কলকাতা থেকে ট্রেনে বা বিমানে বেঙ্গালুরু। সেখান থেকে গাড়িতে যেতে হয় হাম্পি। সড়কপথে দূরত্ব প্রায় তিনশো কিলোমিটার। সময় লাগে ঘণ্টা ছয়েক।

কোথায় থাকবেন?

হাম্পিতে নানা ধরনের ছোট-বড় হোটেল আছে। এ ছাড়াও আছে গেস্ট হাউস। থাকা-খাওয়ার কোনও অসুবিধা হবে না। খরচ নাগালের মধ্যে।

মাঠে ময়দানে
23 October, 2025 • Thursday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এশিয়ান কাবাডি ইয়ুথ গেমসের ম্যাচে পাকিস্তানের সঙ্গে করমর্দন করল না ভারত

৯ ম্যাচে ৪৩! চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গোলের বন্যা

বড় জয় পিএসজি-বার্সেলোনার

লেভারকুসেন ও বার্সেলোনা, ২২ অক্টোবর : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অবিশ্বাস্য এক রাতের সাক্ষী রইল ফুটবল দুনিয়া। ৯ ম্যাচে গোল হল মোট ৪৩টি! গতবারের চ্যাম্পিয়ন পিএসজি যেমন ৭-২ গোলে চূর্ণ করেছে বায়ার লেভারকুসেনকে। খেতাবের অন্যতম দাবিদার বার্সেলোনা ৬-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে আলিম্পিয়াকোসকে। অন্যদিকে, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ আবার ০-৪ গোলে হেরেছে আর্সেনালের কাছে!

লেভারকুসেনের ঘরের মাঠ বে এরিনায় ৭ মিনিটেই উইলিয়াম পাচোর গোলে এগিয়ে গিয়েছিল পিএসজি। ৩৮ মিনিটে অবশ্য পেনাল্টি থেকে গোল করে ১-১ করে দিয়েছিলেন অ্যালেক্স গার্সিয়া। এই গোলের আগেই দশজনে হয়ে গিয়েছিল দু'দল। ৩৩ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন লেভারকুসেনের রবার্ট আনদ্রিক। এরপর ৩৭ মিনিটে একই পথের পথিক হন পিএসজির ইলিয়া জাবারনি। যদিও বিরতির আগেই দেজিয়ে দুয়ের জোড়া গোল এবং কিভিচা কাভারাৎস্কেলিয়ার এক গোলে ৪-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় পিএসজি। দ্বিতীয়ার্ধে পিএসজির হয়ে আরও তিনটি গোল করেন নুনো মেন্ডেস, উসমান ডেম্বেলে ও ভিতিনহো। লেভারকুসেনের দ্বিতীয় গোলটিও করেন অ্যালেক্স গার্সিয়া।

অন্য ম্যাচে ফিরমিন লোপেজের হ্যাটট্রিকে বার্সা ৬-১ গোলে হারিয়েছে গ্রিক ক্লাব অলিম্পিয়াকোসকে। জোড়া গোল করেন মার্কাস র‍্যা শফোর্ড। একটি গোল লামিনে ইয়ামালের। অলিম্পিয়াকোসের একমাত্র গোলটি করেন আয়ুব এল খাবি। এদিকে, আর্সেনালের বিরুদ্ধে ১৩ মিনিটে চার গোল হজম করে ম্যাচ হেরেছে অ্যাটলেটিকো। ৫৭ মিনিটে আর্সেনালের হয়ে গোলের খাতা খোলেন গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস। ৬৪ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। এরপর ৬৭ ও ৭০ মিনিটে ভিক্টর গিয়োকেরেসের জোড়া গোল অ্যাটলেটিকোর কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেয়।

ইন্টার মিলানও ৪-০ গোলে হারিয়েছে সঁ জিলোয়াসকে। নাপোলি ২-৬ গোলে হেরেছে পিএসভি আইন্দোভেনের কাছে। যা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে নাপোলির সবথেকে বড় ব্যবধানে হারের নজির। আরেকটি ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ২-০ গোলে হারিয়েছে ভিয়ারিয়ালকে। ম্যান সিটির হয়ে গোল করেন আর্লিং হালান্ড ও বের্নার্দো সিলভা।

ডেম্বেলেকে অভিনন্দন হাকিমির। (ডানদিকে) হ্যাটট্রিকের পর লোপেজ।

জকোভিচকে জার্সি উপহার রোনাল্ডোর

রিটার্ন গিফট পেলেন র‍্যাকেট

পাশাপাশি দুই কিংবদন্তি। জকোভিচ ও রোনাল্ডো।

লিসবন, ২২ অক্টোবর : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও নোভাক জকোভিচ। লিসবন টেনিস ক্লাবে মুখোমুখি দুই কিংবদন্তি ক্রীড়াবিদ। একজনের ঝুলিতে আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবথেকে বেশি গোলের রেকর্ড। অন্যজন আবার টেনিসের ইতিহাসে সবথেকে বেশি (২৪টি) গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছেন।

সম্প্রতি পর্তুগাল গিয়েছিলেন জকোভিচ। সেখানেই রোনাল্ডোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাঁর। রোনাল্ডো যেমন চল্লিশেও দাপিয়ে ফুটবল খেলছেন। তেমন ৩৮ বছর বয়সি জকোভিচও সর্বোচ্চ পর্যায়ের টেনিসে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন। সার্ব টেনিস তারকা আবার রোনাল্ডোর অন্ধভক্ত। একাধিক সাক্ষাৎকারে পর্তুগিজ মহাতারকাকে নিজের প্রেরণা হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন। সম্প্রতি তিনি বলেছিলেন, দীর্ঘ সময় ধরে যে খেলা চালিয়ে যেতে পারছি, তার জন্য আমার প্রেরণা লেব্রন জেমস, ক্রিশ্চিয়ারো রোনাল্ডো। চল্লিশে পা দিয়েও তাঁরা যেভাবে নিজেদের সেরাটা দিয়ে চলেছেন, তা অবিশ্বাস্য।

জকোভিচের সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় আড্ডা দেন রোনাল্ডো। নিজের সই করা আল নাসেরের একটি জার্সিও উপহার দেন। পাল্টা উপহার হিসাবে জকোভিচ রোনাল্ডোকে দেন একটি সই করা টেনিস র্যাকেট এবং লাল রংয়ের একটি টি-শার্ট। র‍্যা কেটে জকোভিচের সইয়ের পাশে লেখা ছিল 'সিউউ' যা রোনাল্ডোর আইকনিক গোল সেলিব্রেশনের নাম।

মায়ামিতে লা লিগার ম্যাচ বাতিল

মাদ্রিদ, ২২ অক্টোবর : আমেরিকার মায়ামিতে বার্সেলোনা বনাম ভিয়ারিয়ালের লা লিগা ম্যাচ বাতিল। এক বিবৃতিতে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে লা লিগা কর্তৃপক্ষ। এর আগে লা লিগার ম্যাচ স্পেনের বদলে আমেরিকাতে সরিয়ে নেওয়া নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল স্প্যানিশ ফুটবলারদের অ্যাসোসিয়েশন। তার জেরেই ম্যাচ বাতিল করতে বাধ্য হল লা লিগা কর্তৃপক্ষ। বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, এই ম্যাচ লা লিগার বিশ্বজুড়ে প্রসারের পথে বড় পদক্ষেপ হতে পারত। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যে প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে, তার জেরেই ম্যাচ বাতিল করা হয়েছে। বার্সেলোনা ক্লাবের পক্ষ থেকেও এক বিবৃতিতে ম্যাচ বাতিল নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করা হয়েছে। তারা জানিয়েছে, লা লিগা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে আমরা সম্মান জানাচ্ছি। পাশাপাশি মার্কিন ফুটবলপ্রেমীদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করছি।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদ পেলেন নীরজ

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর : প্রথম ভারতীয় অ্যাথলিট হিসাবে অলিম্পিকের ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড সোনা জিতেছিলেন। সেই নীরজ চোপড়ার মুকুটে যোগ হল আরও একটি পালক। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ীকে দেওয়া হল সাম্মানিক লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদ। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করার জন্য নীরজকে এই সম্মান দেওয়া হল। বুধবার দিল্লিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং চিফ অফ আর্মি স্টাফ জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীর উপস্থিতিতে নীরজকে এই সম্মানিক পদ দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালেই ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন নীরজ। নায়েব সুবেদার হিসাবে জুনিয়র কমিশনের অফিসে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। ২০২১ সালে তিনি সুবেদার পদে উন্নীত হন। এবার তো তাঁর দায়িত্ব আরও বাড়ল। জানা গিয়েছে, নীরজের এই নিয়োগ চলতি বছরের ১৬ এপ্রিল থেকেই কার্যকর হয়েছে। ২০২০ সালে টোকিও অলিম্পিকে পুরুষদের জ্যাভলিনে সোনা জেতার পর, গত বছর টোকিও অলিম্পিকে রুপো জিতেছেন নীরজ। এর আগে প্রথম ভারতীয় অ্যাথলিট হিসাবে ২০২২ সালে ডায়মন্ড লিগেও সোনা জিতেছিলেন। পরের বছর বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপেও সোনা জিতে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন ২৭ বছর বয়সি অ্যাথলিট। তবে চলতি বছরে টোকিওতে আয়োজিত বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে অষ্টম স্থানে শেষ করে হতাশ করেছিলেন নীরজ।

বুধবার অনুষ্ঠানে নীরজ।

চাপে পাকিস্তান, লড়ছেন বাবর

রাওয়ালপিন্ডি, ২২ অক্টোবর : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাকফুটে পাকিস্তান। বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস ৪০৪ রানে শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে, ৪ উইকেটে ৯৪ রান তুলেছে পাকিস্তান। আপাতত লিড মাত্র ২৩ রানের। ক্রিজে রয়েছেন বাবর আজম (অপরাজিত ৪৯) ও মহম্মদ রিজওয়ান (অপরাজিত ১৬)। এর আগে গতকালের ৪ উইকেটে ১৮৫ রান হাতে নিয়ে খেলতে নামা দক্ষিণ আফ্রিকাকে চারশোর উপর পৌঁছে দেন সেনুরান মুথুস্বামী (অপরাজিত ৮৯) এবং কাগিসো রাবাডা (৭১)। শেষ উইকেটে দু'জনে ৯৮ রান যোগ করেন। এর আগে নবম উইকেটে কেশব মহারাজের সঙ্গে (৩০) মূল্যবান ৭২ রান যোগ করেছিলেন মুথুস্বামী। ৬ উইকেট দখল করেন বাঁ হাতি পাক স্পিনার আসিফ আফ্রিদি। ৩৯ বছরের আসিফ বয়স্কতম ক্রিকেটার হিসাবে অভিষেক টেস্টেই পাঁচ বা তার বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড গড়েছেন।

জিতল অস্ট্রেলিয়া

ইন্দোর, ২২ অক্টোবর : দুই অলরাউন্ডার অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড ও অ্যাশলে গার্ডনারের দাপটে মেয়েদের বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে ৬ উইকেটে হারাল অস্ট্রেলিয়া। এই জয়ের সুবাদে ৬ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার শীর্ষে উঠে এল অস্ট্রেলীয়রা। এদিন প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ২৪৪ রান তুলেছিল ইংল্যান্ড। জবাবে ৪০.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ২৪৮ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া। গার্ডনার ৭৩ বলে ১০৪ রান করে অপরাজিত থাকেন। ১১২ বলে ৯৮ রান করে অপরাজিত থাকেন সাদারল্যান্ড। এর আগে ইংল্যান্ডকে লড়াই করার মতো রানে পৌঁছে দিয়েছিলেন ওপেনার ট্যামি বিউমন্ট। ১০৫ বলে ৭৮ রান করেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের মধ্যে সাদারল্যান্ড ৩ উইকেট এবং সোফি মোলিনেক্স ও গার্ডনার ২টি করে উইকেট পান। রান তাড়া করতে নেমে ৬৮ রানেই ৪ উইকেট খুইয়ে বসেছিল অস্ট্রেলিয়া। ওই পরিস্থিতি থেকে পাল্টা লড়াই শুরু করেন সাদারল্যান্ড ও গার্ডনার। অসমাপ্ত পঞ্চম উইকেটে ১৪৮ বলে ১৮০ রান যোগ করেন দু'জনে। নিটফল ৫৭ বল হাতে রেখে দলের জয়।

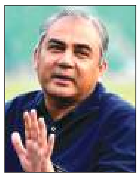

তাঁর হাত থেকে ভারত ট্রফি নেবে না আগে জানতেন না মহসিন নকভি, দাবি পিসিসির

জয়ী জিম্বাবোয়ে

হারারে : দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান। এক যুগ পর টেস্ট জয়ের স্বাদ পেল জিম্বাবোয়ে। আফগানিস্তানকে ইনিংস ও ৭৩ রানে হারিয়েছে তারা। এর আগে ২০১৩ সালে ঘরের মাঠে টেস্ট জিতেছিল জিম্বাবোয়ে। সেবার তারা পাকিস্তানকে হারিয়েছিল ২৪ রানে। প্রথমে ব্যাট করে আফগানরা মাত্র ১২৭ রানে অল আউট হয়ে গিয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে, বেঞ্জামিন জ্যাকের ১২১ রানের সৌজন্যে ৩৫৯ রান তুলেছিল জিম্বাবোয়ে। এরপর আফগানিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে যায় মাত্র ১৫৯ রানে। জিম্বাবোয়ের রিচার্ড নাগারভা ৫ উইকেট দখল করেন।

সম্মানিত বিন্দ্রা

নয়াদিল্লি : অলিম্পিক সোনাজয়ী ভারতীয় শুটার অভিনব বিন্দ্রাকে বিশেষ সম্মান আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির। ২০২৬ শীতকালীন অলিম্পিকে মশাল বহন করবেন ভারততের তারকা অ্যাথলিট। আগামী বছর শীতকালীন অলিম্পিকের আসর বসবে ইতালির মিলান এবং করটিনা ডি'আম্পেজোতে। ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রতিযোগিতা চলবে ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। শীতকালীন অলিম্পিকে মশাল বহনকারীর সম্মান পেয়ে আপ্লুত বিন্দ্রা বলেছেন, দেশের হয়ে অলিম্পিক পদক জয়ের মতোই অনুভূতি হচ্ছে শীতকালীন অলিম্পিকে মশাল বহনকারী হতে পেরে। ধন্যবাদ মিলান এবং করটিনাকে।

অস্কারেই আস্থা, গোয়া যাচ্ছেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা

প্রতিবেদন : গৃহযুদ্ধে বেসামাল ইস্টবেঙ্গল। ক্লাব বনাম লগ্নিকারী অন্তর্কলহকে প্রশ্রয় না দিয়ে ফুটবলের স্বার্থে আপাতত একজোট কর্তারা। লগ্নিকারী সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর আদিত্য আগরওয়াল মঙ্গলবার জানিয়েছিলেন, সন্দীপ নন্দী ইস্যুতে তাঁরা কোচের পাশেই থাকছেন। কোচের সঙ্গে সমস্যা থাকলে তা আগে কেন জানাননি সন্দীপ, প্রশ্ন তোলেন তিনি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ক্লাব কর্তারাও সাংবাদিক সম্মেলন করে একই সুরে জানিয়ে দিলেন, অস্কার ব্রুজোই নেতা। তাঁর নেতৃত্বেই টিম চলবে। গোলকিপিং কোচ সন্দীপ নন্দীর পদত্যাগ বিতর্কে ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার জানালেন, সুপার কাপের পর এই বিষয়ে আলোচনা হবে। দলের পাশে থাকতে ফুটবল সচিবের নেতৃত্বে কর্তারা যাচ্ছেন গোয়ায়।

আইএফএ শিল্ড ফাইনালে টাইব্রেকারের সময় গোলকিপার প্রভসুখন গিলকে তুলে দেবজিৎ মজুমদারকে নামানো নিয়েই যাবতীয় বিতর্কের সূত্রপাত। গোলকিপিং কোচ সন্দীপের পরামর্শেই দেবজিৎকে নামিয়েছিলেন অস্কার। এই নিয়ে গোয়ায় পৌঁছে বিমানবন্দরেই সন্দীপের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন অস্কার। অপমানিত হয়ে পদত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে আসেন সন্দীপ। একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ আনেন কোচের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে এদিন দেবব্রত সরকার বলেন, সন্দীপ আমাদের কাছে লিখিত কিছু দেয়নি। ফোন করেছিল, আমি বলেছি, সুপার কাপের আগে আলোচনা চাই না। সন্দীপকে যে সমস্ত প্রাক্তন ফুটবলার সমর্থন করেছেন তাঁদের বলব, কোনও অভিযোগ থাকলে সংবাদমাধ্যমে না জানিয়ে ক্লাবকে জানান। সুপার কাপের আগে দলের পাশে থাকার জন্য সবার কাছে আবেদন করছি। আমাদের দলের একমাত্র নেতা অস্কার ব্রুজো। তাঁর নেতৃত্বেই টিম চলবে। তিনি যা করবেন সেটাই চূড়ান্ত। অস্কারের কোচিংয়েই দল এখন ধারাবাহিকভাবে ভাল পারফরম্যান্স করার জায়গায় এসেছে। অনেকদিন পর ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল এতটা দাপট নিয়ে খেলেছে। পারফরম্যান্সই শেষ কথা এখানে। কোচের উপর আস্থা আছে আমাদের। ফুটবল সচিব একটা টিম নিয়ে গোয়া যাচ্ছে।

গোয়া পৌঁছে অনুশীলনের মাঠ পেতে সমস্যায় পড়েছে ইস্টবেঙ্গল। ক্লাবের শীর্ষকর্তার আবার অভিযোগ, সুপার কাপে ম্যাচের সময় এবং মাঠ নির্বাচনে মোহনবাগানকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হয়েছে। মোহনবাগান তাদের গ্রুপের তিনটি ম্যাচই ফাতোরদায় মূল স্টেডিয়ামে খেলবে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। ইস্টবেঙ্গল খেলবে বাম্বোলিমে বিকেল সাড়ে চারটেয়।

গোয়ায় লাল-হলুদের অনুশীলনে মিগুয়েল ও অস্কার।

বাগানে আজ শিল্ড সমর্থন চান আপুইয়া

প্রতিবেদন : ২২ বছর পর ঐতিহ্যবাহী আইএফএ শিল্ড জিতেছে মোহনবাগান। গত শনিবার ১৮ অক্টোবর ছিল শিল্ড ফাইনাল। ডার্বি জিতে খেতাব ঘরে তোলার চার দিন পর বৃহস্পতিবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় মোহনবাগান ক্লাবে আসছে শিল্ড। বুধবার ক্লাবের তরফে জানানো হয়েছে, ২৩ অক্টোবর বিকেল ৪টে থেকে মোহনবাগান ক্লাব লনে ঐতিহ্যবাহী আইএফএ শিল্ড প্রদর্শিত হবে। একই সময়ে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানও হবে। ক্লাবের এই গর্বের মুহূর্তে অংশ নেওয়ার জন্য সকল সদস্য সমর্থকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বৃহস্পতিবারই দুপুর ১২টার বিমানে সুপার কাপে খেলতে গোয়া রওনা হচ্ছে মোহনবাগান। দলে কোনও চোট সমস্যা নেই। শিল্ডের স্কোয়াড নিয়েই সুপার কাপ খেলতে যাচ্ছে জোসে মোলিনার দল। বুধবার স্প্যানিশ কোচের অধীনে কলকাতায় চুটিয়ে প্রস্তুতি সারেন জেসন কামিন্স, মনবীর সিংরা। অনুশীলন শেষে মিডফিল্ড জেনারেল তথা

অনুশীলনে বল দখলের লড়াই কিয়ান ও অলড্রেডের। বুধবার।

শিল্ডে দুরন্ত গোল করা আপুইয়া বললেন, সুপার কাপে ম্যাচ ধরে এগোনোই লক্ষ্য। এখনই ৩১ অক্টোবরের ডার্বি নিয়ে ভাবতে চাই না। তার আগে আরও দুটো ম্যাচ রয়েছে। ক্ষোভ ভুলে দলের পাশে থাকুন সমর্থকেরা, চাইছেন আপুইয়া। তিনি বলেন, সমর্থকেরা গত মরশুমের মতো আবার আমাদের সমর্থন করুন, পাশে থাকুন— এটাই আমরা চাই। আশা করি, আমরা এবারও তাঁদের আনন্দ দিতে পারব। এফসি গোয়া সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জার হবে। ইস্টবেঙ্গল, বেঙ্গালুরু এফসি-ও শক্ত প্রতিপক্ষ। শিল্ড ফাইনালে দূরপাল্লার শটে গোল নিয়ে তিনি বলেন, দূরপাল্লার শটে গোলের পিছনে রয়েছে নিয়মিত প্রস্তুতি।

শচীনের থেকে বেশি রান করতে পারতাম

মেলবোর্ন, ২২ অক্টোবর : আরও আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক ঘটলে, শচীন তেন্ডুলকরের থেকে পাঁচ হাজার বেশি রান করতেন! হাস্যকর দাবি মাইক হাসির।

অবাক দাবি হাসির

২০০৪ সালে ২৯ বছর বয়সে অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে অভিষেক ঘটেছিল হাসির। দেশের হয়ে ৯ বছরের কেরিয়ারে তাঁর মোট রান ১২,৪৮৮। সেখানে শচীনের মোট আন্তর্জাতিক রান ৩৪,৩৫৭। যা হাসির থেকে প্রায় তিন গুণ বেশি। যদিও একটি পডকাস্টে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাঁ হাতি অস্ট্রেলীয় ব্যাটারের দাবি, যদি কুড়ি বছর বয়সে অস্ট্রেলিয়া দলে সুযোগ পেতাম, তাহলে হয়তো শচীনের থেকে অন্তত পাঁচ হাজার রান বেশি করতাম। ক্রিকেটের ইতিহাসে সবথেকে বেশি রানের রেকর্ড আমার হত। সবথেকে বেশি সেঞ্চুরির রেকর্ডও আমার দখলে থাকত। সবথেকে বেশি জয়, সবথেকে বেশিবার অ্যাসেজ জয়, বিশ্বকাপ জয়— সবই আমার হত। কিন্তু সেগুলো স্বপ্নই থেকে গেল! প্রসঙ্গত, টেস্টে শচীনের সেঞ্চুরির সংখ্যা ৫১টি। একদিনের ক্রিকেটে ৪৯টি। সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মোট ১০০ সেঞ্চুরি রয়েছে শচীনের। যা আজও রেকর্ড। সেখানে টেস্টে এবং ওয়ান ডে মিলিয়ে হাসির মোট সেঞ্চুরির সংখ্যা মাত্র ২২টি!

চোট সারিয়ে মাঠে ফিরছেন হার্দিক

মুম্বই, ২২ অক্টোবর : গৌতম গম্ভীরের জন্য সুখবর। চোট সারিয়ে মাঠে ফিরতে চলেছেন হার্দিক পান্ডিয়া। সব কিছু ঠিক থাকলে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজেই ২২ গজে দেখা যাবে ভারতীয় অলরাউন্ডারকে। এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সুপার ফোরের ম্যাচে পায়ের পেশিতে চোট পেয়েছিলেন হার্দিক। তার পর থেকেই তিনি মাঠের বাইরে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফাইনালেও খেলতে পারেননি। যদিও বোর্ড সূত্রের খবর, হার্দিকের চোট খুব একটা গুরুতর নয়। অস্ত্রোপচারের দরকার পড়ছে না। আগামী চার সপ্তাহ তিনি বেঙ্গালুরুতে বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে কাটাবেন। ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন। বুধবার থেকে রিহ্যাব শুরুও করেছেন। হার্দিকের পাখির চোখ দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ। বোর্ডের চিকিৎসক দলও আত্মবিশ্বাসী আগামী এক মাসের মধ্যেই হার্দিক মাঠে নামার জন্য পুরোপুরি ফিট হয়ে যাবেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজ শুরু হচ্ছে আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে।

আল নাসেরের বিরুদ্ধে লড়ে হার সন্দেশদের

প্রতিবেদন : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো আসেননি। তবে ঘরের মাঠে আল নাসেরের সাদিও মানে, জোয়াও ফেলিক্স, কিংসলে কোমানের মতো বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা তারকাদের খেলা দেখার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি গোয়ার ফুটবলপ্রেমীরা। ফাতোরদা স্টেডিয়ামের গ্যালারি ভরিয়ে অঘটনের আশায় গোয়ার সমর্থনে গলা ফাটালেন তাঁরা। শেষ পর্যন্ত অঘটন ঘটেনি। তবে লড়াই করে হার এফসি গোয়ার। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর ম্যাচে লড়াকু ফুটবল উপহার দিয়ে ১-২ গোলে হেরে গেল মানোলো মার্কুয়েজের দল।

মানে, ফেলিক্স ও কোমানকে বেঞ্চে রেখে প্রথম একাদশ সাজিয়েছিলেন আল নাসেরের কোচ জর্জে জেসুস। মানেরা না থাকলেও ঝড়ের গতিতে শুরু করে আল নাসের। ১০ মিনিটেই অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েলের গোলে এগিয়ে যায় সৌদি প্রো লিগের ক্লাব। ২৭ মিনিটে হারুন মুসার গোলে ব্যবধানও বাড়ায় আল নাসের।

গোল করছেন গোয়ার ব্রাইসন। বুধবার।

বিরতির আগে ৪১ মিনিটে ব্যবধান কমায় গোয়া। গোয়ার ভূমিপুত্র ব্রাইসন ফার্নান্ডেজের অসাধারণ গোলে তারা ১-২ করে। দ্বিতীয়ার্ধে আল নাসেরের হয়ে মাঠে নামেন মানে এবং ফেলিক্স। দর্শকরা করতালি দিয়ে তাঁদের স্বাগত জানান। গোয়াও ম্যাচের সহজতম সুযোগ নষ্ট করে। ৬৭ মিনিটে বরিস সিং আল নাসের গোলকিপারকে একা পেয়েও বল জালে জড়াতে ব্যর্থ। ডেভিড তিমোর লাল কার্ড দেখায় সংযুক্ত সময়ের শেষ কয়েক মিনিট দশজনে খেলতে হয় গোয়াকে। ম্যাচ হারলেও সন্দেশদের লড়াই প্রশংসনীয়।

মাঠে ময়দানে
23 October, 2025 • Thursday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অ্যাডিলেডে ৬৮ রান করলেই সাদা বলে শচীনের সর্বাধিক রানের রেকর্ড ভেঙে দেবেন বিরাট

অ্যাডিলেডে অগ্নিপরীক্ষা রোহিতের

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আজ দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ

অ্যাডিলেড, ২২ অক্টোবর : সিরিজে ভেসে থাকার লড়াইয়ে নজরে সেই রো-কো! পারথের প্রথম ম্যাচে রান পাননি রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। ভারতও ৭ উইকেটে হেরেছিল। তাই ০-১ ব্যবধানে

অ্যাডিলেড ওভালের ২২ গজ বরাবরই ব্যাটিং সহায়ক। এবার পরিস্থিতি কিছুটা হলেও আলাদা। গত কয়েক দিন বৃষ্টি হয়েছে। ফলে শুরুতে জোরে বোলাররা পিচ থেকে বাড়তি সাহায্য পাবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে বৃহস্পতিবার আকাশ কিছুটা মেঘলা থাকলেও, বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কার্যত নেই। তাপমাত্রা থাকবে ১৯ ডিগ্রির কাছাকাছি। অ্যাডিলেড ওভালের পরিসংখ্যানও টিম ইন্ডিয়ার পক্ষে। গত ১৭ বছর এই মাঠে কোনও একদিনের ম্যাচ হারেনি ভারত! শেষবার দু'দল এই মাঠে মুখোমুখি হয়েছিল ২০১৯ সালে। ওই ম্যাচে বিরাটের সেঞ্চুরিতে ম্যাচ জিতেছিল ভারত। এবারও কি তার পুনরাবৃত্তি হবে!

ম্যাচের ২৪ ঘণ্টা আগে অবশ্য প্র্যাকটিসই করলেন না কিং কোহলি। বুধবার ছিল ঐচ্ছিক অনুশীলন। বিরাট ছাড়াও অধিনায়ক শুভমন-সহ অধিকাংশ ভারতীয় ক্রিকেটাররা তাই প্র্যাকটিসে অনুপস্থিত ছিলেন। ব্যতিক্রম রোহিত। তিনি পুরোদস্তুর ব্যাটিং অনুশীলন করলেন। পারথে রান পাননি। সদ্য ওয়ান ডে নেতৃত্ব হারানো রোহিতকে দেখে মনে হচ্ছে প্রবল চাপে রয়েছেন। অ্যাডিলেডে যেভাবেই হোক রানে ফিরতে মরিয়া। ঘাড়ে উপর নিঃশ্বাস ফেলছেন যশস্বী জয়সওয়াল। জোর চর্চা, অ্যাডিলেডে ব্যর্থ হলে, সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে রোহিতকে বসিয়ে যশস্বীকে খেলানো হতে পারে। সেক্ষেত্রে অ্যাডিলেডেই শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে ফেলবেন রোহিত।

এদিন নির্ধারিত সময়ের ৪৫ মিনিট আগেই নেটে হাজির হন রোহিত। সেই সময় কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে ছিলেন দুই থ্রোডাউন বিশেষজ্ঞ দয়ানন্দ গরানি ও রাঘবেন্দ্র। রোহিত শুরুতে যে নেটে ব্যাট করছিলেন, সেটির পিচ কিছুটা স্যাঁতসেঁতে ছিল। চোট লেগে যেতে পারে, সেই আশঙ্কায় গম্ভীর রোহিতকে পাশের নেটে যেতে বলেন। সেখানে দীর্ঘক্ষণ ব্যাটিং প্র্যাকটিস করেন রোহিত। প্রায় পুরোটাই দেখেছেন গম্ভীর।

প্র্যাকটিসের মাঝেই হাজির হন প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকর। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরেক নির্বাচক শিবসুন্দর দাস। গম্ভীরের সঙ্গে কিছুটা সময় কথা বলার পর, আগারকর ডেকে নেন যশস্বীকে। অনেকটা সময় ধরে আলোচনা হয় তিনজনের। এই আলোচনা রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে কি না, তার উত্তর দেবে সময়! বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে এসে ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক বলে গেলেন, যশস্বী ১৫ জনের দলে রয়েছে। প্র্যাকটিস করে নিজেকে তৈরি রাখছে। তবে ১১ জনের বেশি তো খেলানো যায় না! ওকে সুযোগের অপেক্ষার করতে হবে। যশস্বী বেশ ভাল লেগস্পিন করে। আগের থেকে উন্নতিও করেছে। পাশাপাশি কোটাক আশাবাদী, রোহিত ও বিরাট দ্রুত চেনা ফর্মে ফিরবেন। কোটাকের বক্তব্য, পারথে ওদের ব্যাটিং দেখে একবারও মনে হয়নি কোনও জড়তা রয়েছে। ওরা আইপিএলে খেলেছে। অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে ভাল প্রস্তুতি নিয়েছে। এখানে খেলার অভিজ্ঞতাও ওদের রয়েছে। তাই ওদের ফর্ম নিয়ে চিন্তিত নই। নেটেও দু'জনে যথেষ্ট সাবলীল ব্যাটিং করেছে। প্রতিটি নেট সেশনে ওদের দায়বদ্ধতা এবং মানসিকতা দেখে মুগ্ধ হই।

নেটে মহড়া রোহিতের। (ডানদিকে) যশস্বীর সঙ্গে আলোচনায় আগরকর ও গম্ভীর। বুধবার অ্যাডিলেড ওভালে।

গতি, বাউন্সে সমস্যায় পড়ছে রো-কো, দাবি ম্যাকগ্রার

অ্যাডিলেড, ২২ অক্টোবর : সাত মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের শুরুটা ভাল হয়নি বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার। পারথে প্রথম একদিনের ম্যাচে বিরাট ৮ বল খেলে কোনও রান না করে আউট হন। রোহিতের অবদান মাত্র ৮। বৃহস্পতিবার অ্যাডিলেডে সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচ ভারতের। রোহিত ও বিরাটের ছন্দে ফেরার দিকে তাকিয়ে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার গ্লেন ম্যাকগ্রা মনে করছেন, এতদিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে পারথের গতি, বাউন্সে সমস্যায় পড়েন দুই সিনিয়র ব্যাটার। প্রস্তুতির অভাবই রো-কো'র ছন্দে ফেরার পথে বাধা। এমনটাই জানিয়েছেন ম্যাকগ্রা। নিজের ইউ টিউব চ্যানেলে প্রাক্তন তারকা পেসার বলেছেন, দুই মহাতারকাকে নিয়ে সিরিজের শুরু থেকে অনেক কথা হচ্ছিল। রোহিত এবং বিরাট অনেকদিন নিজেদের দেশেও খেলেনি। তবে আমার মনে হয়, পারথের পিচে ওরা নিজেদের পরিস্থিতি কিছুটা বুঝতে পেরেছে। ভারতে ওরা যে ধরনের উইকেটে খেলে তার থেকে এখানে অনেক বেশি গতি ও বাউন্স রয়েছে। তার উপর এতদিন পর খেললে সমস্যা হয়। ম্যাকগ্রা প্রশংসা করেছেন কেএল রাহুলের। প্রাক্তন পেসারের কথায়, আমার মনে হয়, রাহুল ১১টা পজিশনে ব্যাট করেছে। একজনের কাছে এটা অত্যন্ত কঠিন হয়। রাহুল সেই বহুমুখী খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন। পারথে বেশ কঠিন পরিস্থিতিতে সে দলের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেছে। রাহুল ওপেনিং থেকে শুরু করে কতটা নিচে ব্যাট করেছে তা নিয়ে আমি নিশ্চিত নই। কখনও এটি ব্যাটসম্যানের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করতে পারে। তবে রাহুল এতে অভ্যস্ত এবং মানিয়েও নেয়।

বাঁচার লড়াইয়ে আজ স্মৃতিদের কাঁটা বৃষ্টিও

মুম্বই, ২২ অক্টোবর : দেশের মাঠে বিশ্বকাপের শুরুটা ফেভারিটের মতোই করেছিল ভারতের মেয়েরা। কিন্তু প্রথম দুই ম্যাচ জেতার পর হারের হ্যাটট্রিক করে চাপে পড়ে গিয়েছে হরমনপ্রীত কৌরের দল। তবু চতুর্থ দল হিসেবে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে সবচেয়ে ভাল জায়গায় রয়েছেন স্মৃতি মান্ধানারাই। বৃহস্পতিবার নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হরমনপ্রীতরা। ভারতের কাছে কার্যত কোয়ার্টার ফাইনাল।

টানা হারের ধাক্কা কাটিয়ে সোফি ডিভাইনদের হারাতে পারলে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল প্রায় নিশ্চিত করে ফেলবে ভারত। কারণ, নিউজিল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কার থেকে নেট রান রেটে অনেক এগিয়ে স্মৃতিরা। পয়েন্টের বিচারে ভারত ও নিউজিল্যান্ড একই জায়গায়। দু'দলেরই ৫ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট। নেট রান রেটে এগিয়ে থাকায় ভারত চারে এবং নিউজিল্যান্ড পাঁচ নম্বরে। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের কাছে হারলে হরমনদের শেষ চারে যেতে হলে ইংল্যান্ডের কাছে হারতে হবে কিউয়িদের। পাশাপাশি ভারতকে জিততে হবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে।

নিউজিল্যান্ডের দুর্ভাগ্য, কলম্বো থেকে বৃষ্টি তাদের পিছু তাড়া করছে। তাদের শেষ দু'টি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছে। নভি মুম্বইয়েও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে জিতে সেমিফাইনাল খেলার আশা বাঁচিয়ে রাখতে চান সোফিরা। আবার বৃহস্পতিবারের ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গেলে সুবিধা পাবেন হরমনরা। আবার ভারতের বাকি দু'টি ম্যাচই বৃষ্টিতে বাতিল হলেও সেমিফাইনালে উঠতে পারেন স্মৃতিরা। সেক্ষেত্রে নিউজিল্যান্ডকে জিতলে চলবে না ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। শ্রীলঙ্কাও যদি ভারতের সঙ্গে ৬ পয়েন্টে পৌঁছে যায়, তাহলে নেট রান রেটে এগিয়ে থেকে সেমিফাইনালে চলে যাবেন স্মৃতিরা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জেতা ম্যাচ হাতছাড়া করেছে ভারত। স্মৃতি, হরমনরা ম্যাচ শেষ করে আসতে পারছেন না। আগের ম্যাচে ষষ্ঠ বোলার খেলিয়েও সুবিধা করতে পারেনি দল। দেখার, কিউয়ি চ্যালেঞ্জ কীভাবে টপকাতে পারে হরমনের ভারত!

বড় রান চাই স্মৃতির।

কঠিন সময়ে নেতা গিল যোদ্ধা : পন্টিং

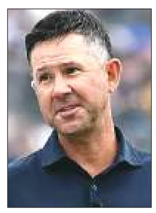

অ্যাডিলেড, ২২ অক্টোবর : ভারতীয় দলের নতুন টেস্ট এবং ওয়ান ডে অধিনায়ক শুভমন গিলকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক রিকি পন্টিং। প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় অধিনায়কের দাবি, দলের প্রয়োজনের সময় শুভমন একজন যোদ্ধা।

ইংল্যান্ডের মাটিতে অধিনায়ক হিসেবে শুভমনের প্রথম টেস্ট সিরিজ মুগ্ধ করেছে পন্টিংকে। আইসিসি রিভিউয়ে প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় তারকা বলেছেন, একটা ভাল ইংল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে গিল যা করেছে, তা আমার সত্যিই ভাল লেগেছে। সিরিজে এমন কিছু মুহূর্ত ছিল যখন সে নিজের চরিত্রের বাইরে গিয়ে কাজ করেছে এবং তা করেছে সাফল্যের সঙ্গে। নিজের দলের উপর ছাপ রাখতে এবং সতীর্থদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য যা করা দরকার ছিল, তা সে করেছিল। দ্রুত গিল দলের উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। ব্যাট হাতেও দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিল।

পন্টিং আরও বলেছেন, সাধারণত গিলকে আমরা শান্ত ছেলে হিসেবেই জানি। মাঠে ওর শান্ত ভাবটাই দেখি। কিন্তু তাকে যখন দলের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল, গিলের মধ্যে থাকা একধরনের বুলডগ বা সত্যিকারের যোদ্ধা বেরিয়ে এসেছে। দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা যে কোনও খেলোয়াড়ের কাছ থেকে আমি এটাই প্রত্যাশা করি।